NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ পহেলা বৈশাখ বিদেশের বাঙালিরা কতটা আবেগ নিয়ে উদযাপন করেন

ইলেকটোরাল বণ্ডের সম্পূর্ণ তথ্য জানাতে নারাজ এসবিআই ৭

কলকাতা ১২ এপ্রিল ২০২৪ ২৯ চৈত্র ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ৩০০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.4.2024, Vol.17, Issue No. 300, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

হরিয়ানায় স্কুলবাস উলটে মৃত কমপক্ষে ৬ পড়ুয়া

গ্রেপ্তার স্কুলের প্রিন্সিপাল, বাসচালক

চণ্ডীগড়, ১১ এপ্রিল: ভয়াবহ দুর্ঘটনা হরিয়ানায়। স্কুলবাস উলটে গিয়ে মৃত্যু হল ৬ শিশুর। আহত কমপক্ষে ১২ খুদে পড়ুয়া। বৃহস্পতিবার ভোরে হরিয়ানার নারনাউল এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। ইদের ছুটি থাকলেও এদিন ওই বেসরকারি স্কুলে বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল। স্কুলবাসে চেপে ক্ষুদে পড়ুয়ারা সেই অনুষ্ঠানেই যাচ্ছিল। মাঝপথে ঘটে যায় বিপত্তি। আহত শিশুদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশের তরফে অভিযোগ দায়েরের পর স্কুলের প্রিন্সিপাল, সচিব ও বাসের চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি, ইদে সরকারি ছুটির দিনে কেন স্কুল খোলা? এ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অভিভাবকরা। আরও অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন অভিযুক্ত চালক। যার জেরেই ঘটে এই দুর্ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উনহানি গ্রামের কাছে জি এল পাবলিক স্কুলের বাসটি উলটে যায়। এই বিষয়ে জেলা শিক্ষা আধিকারিক জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। বেপরোয়া গতির গাড়িটি প্রথমে একটি গাছে ধাক্কা মারে। তারপরেই সেটি উলটে যায়। এতেই মৃত্যু হয়েছে ৬ জন পড়ুয়ার। আহত হয়েছে আরও ১২ জন। জেলা প্রশাসন ওই শিশুদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেছে। পুলিশ দুর্ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ গাড়ির কাগজপত্র খতিয়ে দেখেও চমকে যায়। জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালে অর্থাৎ ছয় বছর আগেই বাসটির ফিট সার্টিফিকেট ফুরিয়েছিল। তার পরেও সেটি কীভাবে পথে চলছিল, সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে।

পার্থ-সহ তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: জিটিএ-র শিক্ষক নিয়োগ মামলায় এফআইআর করল রাজ্য সরকার। রাজ্যের এফআইআরে নাম রয়েছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়েরও। নিয়োগ মামলায় এই প্রথম রাজ্য সরকারের তরফে অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হল। বুধবার রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে বিধাননগর উত্তর থানায় জিটিএ-র স্কুলে নিয়োগ 'দুর্নীতি' সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তার ভিত্তিতে দায়ের হয়েছে এফআইআর। পুলিশ সূত্রে খবর, পার্থ ছাড়াও এফআইআরে তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, জিটিএ নেতা বিনয় তামাং-সহ সাত থেকে আট জনের নাম রয়েছে। জিটিএ-র শিক্ষক নিয়োগ মামলায় মঙ্গলবারই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু জানান, এই নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তাঁর কাছে এক সরকারি আধিকারিক চিঠি দিয়েছেন। তার ভিত্তিতেই প্রাথমিক অনুসন্ধান করে সিবিআই আগামী ২৫ এপ্রিল রিপোর্ট জমা দেবে। জিটিএ-কেও সে দিন একটি রিপোর্ট দিতে হবে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

ইদে রেড রোডের মঞ্চ থেকেও বিজেপিকে তোপ দাগলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইদের দিন সকালে কলকাতার রেড রোডে নমাজের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন রাজ্যে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তিনি মানবেন না। মঞ্চ থেকে তাঁর ভোট-বার্তা, 'বাংলায় আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছি। একটা ভোটও অন্য কাউকে দেবেন না।' বৃহস্পতিবার রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মঞ্চে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন।

প্রসঙ্গত, গত বুধবার বালুরঘাটে জনসভা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করেছিলেন, সিএএ নিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন মমতা। বলেছিলেন, 'হাতজোড় করে বাংলার জনতাকে বলতে চাই, মমতা দিদি বাংলার লোকেদের বোকা বানাচ্ছেন। আমি বলতে চাই, ভয় না পেয়ে যত শরণার্থী এসেছেন, তাঁরা যেন নাগরিকত্বের আবেদন করেন। কারও নাম বাদ যাবে না।' মনে করা হচ্ছে বৃহস্পতিবার রেড রোডের মঞ্চ থেকে শাহের আক্রমণের জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বক্তব্যের শুরুতেই ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান জানান মমতা। বলেন, 'আপনারা এককাট্টা থাকলে কেউ আলাদা করতে পারবে না।' প্রথমে বিজেপির নাম না করেই তিনি বলেন, 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) আনছে। আমরা ঘৃণাভাষণ চাই না, এনআরসি চাই না, সিএএ চাই না। আমাদের লক্ষ্য সর্বধর্ম সমন্বয়।' সিএএ প্রসঙ্গ তুলে বিজেপির উদ্দেশে মমতার প্রশ্ন, 'আমরা নাগরিক না হলে কাদের ভোটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন?'

তার পরেই ফের কেন্দ্রীয় এজেন্সি নিয়ে বিজেপিকে তোপ দাগেন মমতা। ভূপতিনগরের ঘটনার আবহেই কেন্দ্রের শাসকদলকে কটাক্ষ করে বলেন, 'চকোলেট বোমা ফাটলেও এনআইএ পাঠিয়ে দিচ্ছে। সবাইকে ইডি-সিবিআইয়ের ভয় দেখাচ্ছে। এজেন্সিকে ভয় পাই না।' বিজেপি গোটা দেশকে জেলখানা বানিয়ে দিচ্ছে বলেও আক্রমণ শানান তিনি। তাঁর কথায়, 'আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। মৃত্যু আমাকে ভয় পায়। কেউ কেউ চায় ভোটে সবাইকে ভয় দেখাতে। সবাইকে এখন এনআইএ, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স, ইডির হাতে ধরাতে চায়। আমি বলি, এর থেকে তো ভাল একটা জেলখানা বানিয়ে দিন। সবাইকে ভরে দিন। কিন্তু দেশের ১৩০ কোটি মানুষ, সবাইকে আপনি জেলে ভরতে পারবেন? আমরা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো লড়ি।' বক্তব্যের শেষ দিকে অবশ্য সরাসরি বিজেপির নাম করেই তাদের নিশানা করেন মমতা। বলেন, 'বাংলায় আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছি। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কী হবে, বুঝে নেব।' তার পরেই মমতা বলেন, 'বাংলায় একটা ভোটও অন্য কাউকে দেবেন না।' লোকসভায় এনডিএ-র ৪০০ আসন পাওয়ার দাবি নিয়েও ফের কটাক্ষ করেন মমতা। বলেন, 'আগে তো ২০০ আসন পেরোক।' একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, ভোটের আগে তৃণমূলের ছেলেদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, কিন্তু বিজেপির লোকেরা দোষ করলেও আদালতে জামিন পেয়ে যাচ্ছে। এর পর মমতা মাইক তুলে দেন অভিষেকের হাতে। অভিষেক বলেন, 'দিদি যা বলেছেন, তার পর বেশি কথা বলা যায় না। তবু, তিনি যখন বলতে বলেছেন, আমি বলছি। সবাই খুশির ইদে আনন্দ করুন। মনে রাখবেন, যে জল আমরা খাই, তা ভাগ হয় না। যে বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস নিই, তা-ও ভাগ হয় না। আমাদের সকলের গায়ে যে রক্ত বইছে, তার রং লাল। কেউ কেউ এই সব কিছুর মধ্যে বিভাজন করতে চাইবে। কিন্তু আপনারা সবাই মিলে তা রুখে দেবেন। বাংলার ঐতিহ্য এই একতা।'

'রেড রোডের নমাজ কোনওদিন মিস করব না'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে প্রতিটি ইদেই রেড রোডে দেখা গিয়েছে তাঁকে। সংখ্যালঘুদের পাশে থাকার এবং সাম্যবাদের বার্তা রেড রোডের মঞ্চ থেকে বরাবরই দেন মুখ্যমন্ত্রী। এ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ, অপপ্রচার হয়েছে। সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ তুলে হইচই পাকিয়ে দিয়েছে বিজেপি। কিন্তু মমতা আরও একবার স্পষ্ট করে দিলেন, তাতে তিনি দমবেন না। বৃহস্পতিবারও যথারীতি রেড রোডের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী খানিক অনুযোগের সুরে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম ইদ বুধবার হবে। সেইমতো সফরসূচি সাজিয়েছিলাম। উত্তরবঙ্গ যেতে হবে। এখান থেকে হেলিকপ্টারে হাসিমারা যেতে হবে। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ সফর আছে।' এর পরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রেড রোডের নমাজ আমি কোনওদিন মিস করব না। আপনাদের সঙ্গে দেখা করার যে সুযোগ হয়, সেটা আমার জন্য আল্লার মেহেরবানি।' বরাবরের মতো এবারেও রেড রোড থেকে সাম্যের বার্তাই শোনা গিয়েছে মমতার মুখে।

বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে দেশে প্রথম জেএনইউ, ভারতসেরার তকমা পেল যাদবপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার মুকুটে নয়া পালক। বিষয়ভিত্তিক বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ভারতসেরার তকমা পেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বব্যাপী 'কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং' অনুযায়ী দর্শন বিভাগে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে ভারতসেরা নির্বাচিত হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। অন্যদিকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গর্বিত করেছে আইআইটি (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি) খড়্গপুরও। কৃষি এবং বনায়ন বিভাগে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে ভারতসেরা হয়েছে বাংলার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং অনুযায়ী ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল ফল করেছে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়। তারা ইংরেজি সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, অ্যানথ্রোপলজি ও ইতিহাসে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে সেরা হয়েছে। এছাড়াও ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, সোশিয়োলজি ও ভূগোলে সবচেয়ে ভালো করেছে জেএনইউ। সব মিলিয়ে এবার ভারত থেকে ৬৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং'-এ অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে জেএনইউ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি খড়্গপুরের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ভালো ফল করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্বের নামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। 'কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং' সমীক্ষা অনুযায়ী ৭২ শতাংশ ক্ষেত্রে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নতি হয়েছে। পতন হয়েছে ১৮৭ শতাংশ।

বাংলার প্রথম দফার ভোটে ১০ হাজার রাজ্য পুলিশও মোতায়েন করবে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফার ভোটে কেবল কেন্দ্রীয় বাহিনী নয়, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে রাজ্য পুলিশও। প্রথম দফার তিনটি কেন্দ্রে ১০ হাজারের বেশি রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করবে নির্বাচন কমিশন। বিভিন্ন জেলা থেকে ভোটের অন্তত তিন দিন আগে পুলিশ পৌঁছে যাবে উত্তরবঙ্গের কেন্দ্রগুলিতে।

প্রথম দফায় বাংলার তিনটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে ভোট আগামী ১৯ এপ্রিল। কমিশন সূত্রে খবর, ওই তিনটি আসনের জন্য মোট ১০ হাজার ৮৭৫ জন পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হবে। তাঁদের মধ্যে ৩, ৯৫৭ জন সশস্ত্র পুলিশ থাকবেন। ভোটের তিন দিন আগে আগামী ১৬ এপ্রিলের মধ্যে ওই পুলিশকর্মীদের নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছে যেতে বলা হবে।

রাজ্য পুলিশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের তিনটি কেন্দ্রে ভোটের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। কমিশন সূত্রে খবর, আপাতত প্রথম দফায় ২৬৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে ৬৩ কোম্পানি, কোচবিহারে ১১২ কোম্পানি ও জলপাইগুড়িতে ৭৫ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার মিলিয়ে মোট বুথের সংখ্যা ৫,৮১৪টি। সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করাতে হলে প্রতি বিধানসভা কেন্দ্রে ১৬ থেকে ১৮ কোম্পানি বাহিনী প্রয়োজন হয়। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ২৭৭ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তাঁদের সকলে এখনও রাজ্যে এসে পৌঁছতে পারেনি। প্রথম দফায় ১০০ কোম্পানি বাহিনী এসেছিল বাংলায়। তার পর ৫০ কোম্পানি, ২৭ কোম্পানি এবং শেষ দফায় আরও ১০০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করেছে কমিশন। প্রথম দফায় সেই বাহিনীর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে।

সিবিআই তদন্ত হলে ভালো হবে, ভোল বদলে বক্তব্য শাহজাহানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'সিবিআই তদন্ত হলে ভালো হবে।' এই বক্তব্য ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত খোদ শেখ শাহজাহানের মুখে। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য শাহজাহানের। বৃহস্পতিবার ইডির দপ্তর থেকে মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে শেখ শাহজাহানকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময়ই সন্দেশখালির ঘটনায় হাইকোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সিবিআই তদন্তের ব্যাপারে এমনটাই জানান শেখ শাহজাহান। তাঁর এই ভোলবদলের ঘটনায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। কলকাতা হাইকোর্টে মোট পাঁচটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সেই মামলাগুলো একত্রে শুনছেন বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। এই বেঞ্চ বুধবার পুরো ঘটনা নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআইকে। স্বতঃপ্রণোদিত মামলা ও জনস্বার্থ মামলায় উভয়েরই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। অন্যদিকে, রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম এজেন্সিকে গুরুত্ব দিতে রাজি নন। সিবিআই তদন্তের কথা শুনে তিনি জানান, 'এখন আর সিবিআইয়ের কোনও অস্তিত্ব নেই। তার কারণ, জুজুর ভয়, একবার হয়, দু-বার হয়, তিনবার হয়।' সঙ্গে এও জানান, 'বিজেপি এখন সিবিআইকে যা তৈরি করে দিয়েছে তাতে মানুষ যেমন ট্রাফিক পুলিশকে ভয় পায় না, তেমন সিবিআইকেও ভয় পায় না।' এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে বিজেপির তরফ থেকে বলা হয়, 'ওঁর বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে উনি বলছেন, ট্রাফিক পুলিশকে কেউ মানে না।' সঙ্গে কটাক্ষ করে এও বলা হয়, 'বিপদের সময় মানুষ এভাবেই সেমসাইড গোল করেন।' প্রসঙ্গত, এই শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েই নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছিল ইডি আধিকারিকদের। গত ৫ জানুয়ারি সেই ঘটনার সূত্র ধরে শিরোনামে আসে সন্দেশখালি। তবে এই ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন শেখ শাহজাহান। আর তিনি নিখোঁজ হওয়ার পর বেরিয়ে পড়ে সন্দেশখালির ছাই চাপা আগুন। বিক্ষোভের ছবি দেখা যায় গোটা এলাকা জুড়ে। বছরের পর বছর জমে থাকা অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করে। জমি দখল থেকে নারীদের ওপর অত্যাচারের মতো অভিযোগ সামনে আসে। এরপরই একাধিক মামলা হয়। বুধবার এই মামলাতেই সিট গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সিবিআই-কে।

কল্যাণের দুর্গে অকল্যাণ ঘটাতে পারে বাম ভোট

শুভাশিস বিশ্বাস

স্বাধীনতার পর থেকে শ্রীরামপুর লোকসভা আসনে একচ্ছত্র প্রভাব ছিল বামপন্থীদের। তবে তৃণমূলের উত্থানে বামপন্থীদের শক্তি ক্রমশ ক্ষয় হয়ে এখন তা একেবারে তলানিতে। এদিকে আবার ২০০৯-এর পর থেকে এখানে দক্ষিণপন্থী শক্তি হিসেবে মাথা তুলেছে বিজেপিও। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল আশির দশকের গোড়া থেকে ২০০৪ পর্যন্ত টানা দু'বারের বেশি কোনও দল এই আসনে জিততে পারেনি। কিন্তু ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত টানা তিনবার জিতে সেই নজির ভেঙে দেন তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জয়ের ট্রেন্ড বজায় রেখে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনেও হাওড়া জেলার দুই এবং হুগলি জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত অবাঙালি ভোটদাতা অধ্যুষিত শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সবক'টি আসন জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড়, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চাঁপদানি, চণ্ডীতলা এবং জাঙ্গিপাড়ায় জয়ী হন তৃণমূলের প্রার্থীরা।

এদিকে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে তিনবার জয়ী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী করেছে তাঁরই প্রাক্তন জামাই কবীর শঙ্কর বোসকে। একুশের বিধানসভা নির্বাচনেও শ্রীরামপুর কেন্দ্রে কবীরকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। তবে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুদীপ্ত রায়ের কাছে তিনি পরাজিত হন। সেই কবীরকে আবার লোকসভা নির্বাচনেও প্রার্থী করল গেরুয়া শিবির। অনেকের ধারনা, কবীরের সঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ের বিবাহবিচ্ছেদ হলেও দু'পক্ষের মধ্যে যে ক্ষোভ অব্যাহত এবার সেটাকেই রাজনৈতিক ময়দানে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি। ফলে সেদিক থেকে দেখতে গেল এবার এক পারিবারিক লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে শ্রীরামপুর। অবস্থানের দিক থেকে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের দূরত্ব কলকাতা বা হাওড়ার থেকে বেশি নয়। বিভিন্ন জাতির লোকের বসবাস এই শ্রীরামপুরে। এর মধ্যে বৌদ্ধ রয়েছেন ০.০৩ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.১৫ শতাংশ, জৈন ০.০৯ শতাংশ, শিখ ০.০৭ শতাংশ, মুসলিম ১৮.৭৬ শতাংশ, তপসিলি জাতি ২১.৬৬ শতাংশ, তপসিলি উপজাতি ৩.০৯ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, এই কেন্দ্রের অধিকাংশই হিন্দু ভোটার।

শ্রীরামপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, বাম জমানাতেও ১৯৯৮-৯৯-এ এই শ্রীরামপুর কেন্দ্রে ঘাসফুল ফুটিয়েছিলেন প্রয়াত সাংসদ আকবর আলি খন্দকার। যদিও ২০০৪ সালের নির্বাচনে সেই লোকসভা

বামেরা আবার পুনরুদ্ধার করে। তবে কোনও সময়ই এই কেন্দ্র কারোর একাধিপত্য ছিল না।

২০০৯ সালের লোকসভায় সিপিআইএম এখান থেকে প্রার্থী করেছিল সমাজে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির ব্যক্তি হিসেবেই পরিচিত শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়কে প্রায় ১,৩৭,০০০ হারিয়ে সাংসদ হন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পান ৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭২৫ ভোট। শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়ের ঝুলিতে যায় ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৫৩৫ ভোটে। বিজেপি তখন হিসেবেই ছিল না। বিজেপি প্রার্থী দেবব্রত চৌধুরী পেয়েছিলেন ৩৮ হাজারের কিছু বেশি ভোট। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি কল্যাণকে। ২০১৪ সালে আরও বড় ব্যবধানে জয়। বিজেপির প্রার্থী ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী বাপ্পি লাহিড়ী। আর সিপিআইএম-এর শ্রমিক নেতা তীর্থঙ্কর রায়।

এদিকে কংগ্রেস প্রার্থী করে আব্দুল মান্নানকে। প্রত্যেকেই অতি পরিচিত মুখ। কিন্তু এর মধ্যেও বিরাট ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে নেন কল্যাণ। ৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৩৩টি ভোট পেয়ে ১ লক্ষ ৫২ হাজারেরও বেশি ভোটে জেতেন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআইএম প্রার্থী তীর্থঙ্কর রায় পান ৩ লক্ষ ৬০ হাজারের কিছু বেশি ভোট। তারকা প্রার্থীকে নিয়ে এসেও বিশেষ ফায়দা করতে পারেনি বিজেপি। বাপ্পি লাহিড়ী পান ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ভোট। এদিকে কংগ্রেস পায় ৮৬ হাজারের কিছু বেশি ভোট। এরপর ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে দেশজুড়ে ওঠে মোদি ঝড়। তার খানিক প্রভাব পড়েছিল শ্রীরামপুরেও। ফলে ভোটে জিতলেও, ব্যবধান অনেকটা কমে আসে কল্যাণের। শ্রীরামপুরে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে বিজেপি। গত লোকসভা ভোটে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছিলেন ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭০৭ ভোট। ২০১৪-র তুলনায় জয়ের ব্যবধান কমে হয় ৯৮ হাজার ৫৩৬। বিজেপির দেবজিৎ সরকার পান ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৭১ ভোট। সিপিআইএমের তীর্থঙ্কর রায় পেয়েছিলেন ১ লক্ষ ৫২ হাজার ২৮১ ভোট। কংগ্রেস প্রার্থী দেবব্রত বিশ্বাস পান সাড়ে ৩২ হাজার ভোট।

এবার ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের হাতে গুচ্ছগুচ্ছ ইস্যু। এদিকে সিপিএম এই আসনে প্রার্থী করেছে প্রাক্তন মন্ত্রী পদ্মনিধি ধরের নাতনি তথা জেএনইউর প্রাক্তনী দীপ্সিতা ধরকে। বাম ব্রিগেডে দীপ্সিতা নিঃসন্দেহে এক উদীয়মান নেত্রী। এদিকে বর্তমানে নানা দুর্নীতির অভিযোগে জেরবার শাসক দল। শুধু তাই নয়, তবে দলীয় কর্মীদের প্রতি কল্যাণের ব্যবহার নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। ফলে এবার কল্যাণ বিরোধী গোষ্ঠী বেশ সক্রিয় এই কেন্দ্রে। অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থীকে নিয়েও দলের অন্দরেই ক্ষোভ রয়েছে। নির্বাচনের সময় ছাড়া কবীর শংকর বসুকে এলাকায় দেখা যায় না বলেই অভিযোগ। নিজস্ব পরিচয়ের বাইরে বিজেপি প্রার্থী ভোটপাখি। ফলে বিজেপি প্রার্থী ভালো হলে লড়াইটা জমজমাট হত বলে ধারনা স্থানীয় বিজেপি নেতাদের। কিন্তু তা না হওয়ায় এই কেন্দ্রে এক্স ফ্যাক্টর সিপিএম-ই। এখন দেখার শাসক বিরোধী সব ইস্যুকে সঠিক ভাবে তুলে ধরে আমজনতার মনের কত কাছে পৌঁছাতে পারেন দীপ্সিতা। তবে শাসক শিবির অবশ্য নিজেদের দুর্ভেদ্য দুর্গের বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। ফলে ২০২৪-এ মানুষের রায়ে কোন ফুল ফোটে শ্রীরামপুরে, নাকি দুই ফুল সাফ করে আবার নিজের জায়গা নেবে কাস্তে-হাতুড়ি-তারা, তার উত্তর মিলবে ৪ জুন।

প্রথমবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর গতিবিধি নজর কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশন ভোটের দিনগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গতিবিধির ওপর নজরদারি রাখবে। এই প্রথমবার ভোটের আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে থেকে ভোট শেষ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় বাহিনীর গতিবিধির ওপর নিজস্ব সার্ভিলেন্স টিম মারফত নজরদারি চালানো হবে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবহার এবং গতিবিধি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার ভোটের অনেক আগে থেকেই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তবে অভিযোগ, তাঁদের যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না। সেই অভিযোগ নিরসনে এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে কখনও তারা হাজারদুয়ারি চলে যাচ্ছে তো কখনও তারা আলিপুর চিড়িয়াখানায় যাচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুলছেন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস, বিরোধী দল কংগ্রেস ও বামেরা। অর্থাৎ আদতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর যা কাজ অর্থাৎ মানুষের মন থেকে ভয় ভীতি দূর করা, সেই কাজই হচ্ছে না। রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই এবার প্রথমবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর গতিবিধির ওপর নজরদারি রাখতে চলেছে কমিশন।

পয়লা বৈশাখে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন, অনুমতি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর দু-দিন পরেই বাংলা নববর্ষ। এবছরই প্রথম পয়লা বৈশাখকে প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করবে রাজ্যে সরকার। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতিও মিলেছে। এই উপলক্ষে সরকারি মূল অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজন কলকাতার রবীন্দ্র সদনের সামনে ক্যাথিড্রাল রোডে। কিন্তু ভোটের আবহে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হলেও তাতে আড়ম্বর কতটা থাকবে তা নিয়ে প্রশাসনিক মহলেই সংশয় রয়েছে। প্রচারে ব্যস্ত থাকায় মুখ্যমন্ত্রী ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এছাড়া এমসিসি বা নির্বাচনী আচরণ বিধিতে সরকারি অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের না থাকার কথা বলা রয়েছে। সেজন্য এই অনুষ্ঠান করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতিও নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে কেন্দ্রের তরফে ২০ জুনকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে ঘোষণা হলেও ওই দিনটি নিয়ে আপত্তি তোলে রাজ্য সরকার। পরিবর্তে পয়লা বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালনের জন্য বিধানসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেইমত প্রতি বছর সরকারি নিয়মে বাংলা দিবস হিসেবে পালনের সরকারি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ হয়।

কমিশনের ছাড়পত্রের পরেই ক্ষতিপূরণ বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের অনুমতি না মেলায় জলপাইগুড়ির ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় গৃহহীনদের নতুন বাড়ি তৈরি করে দিতে পারছে না রাজ্য সরকার। কিন্তু কমিশনের ছাড়পত্র মেলায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ক্ষতিপূরণ বিলি শুরু হল। বার্নিশ, ময়নাগুড়ি-সহ বিভিন্ন এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে রাজ্য। ইতিমধ্যেই জেলার ৬৩২টি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৪৪০ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাজ্যের তরফে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২০ হাজার টাকা করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধির মধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করার

জন্য অনুমতি চেয়ে এর আগে রাজ্যের তরফে নির্বাচন কমিশন ও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এরপরেই কমিশন অল্প ক্ষতিগ্রস্থদের পাঁচ হাজার ও বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের সর্বাধিক কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত সহায়তা দেওয়ার জন্যে রাজ্য সরকারকে অনুমতি দিয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Change of Name

I, **Tina Kuila** W/o **Tapan Kuila,** residing at Vill- Kamalapur, P.O.: Tufuria Kamalapur, P.S : Nayagram, Dist- Paschim Medinipur Hal Jhargram, W.B. have changed my name from **ANIMA KUILA** to **TINA KUILA** for all purpose vide affidavit No.– 7445, dated 07/11/2023 In the Court of Judicial Magistrate (1st Class) at Dantan, Dist.- Paschim Medinipur. That **TINA KUILA** W/o **Tapan Kuila** & **ANIMA KUILA** W/o **Tapan Kuila** is the same & one identical lady i.e. myself & henceforth my actual/correct name with surname is **TINA KUILA** W/o **Tapan Kuila.**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ ই এপ্রিল।২৯ শেষ চৈত্র, শুক্র বার। চৈত্র দুর্গা চতুর্থী তিথি । জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। বিংশত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গাণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ওর সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে। দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(শ্রী শ্রী চৈত্রের দুর্গা চতুর্থ তিথি। শ্রী শ্রী নীল উপবাস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ব্যানার ও ফ্লেক্স ছেঁড়া এখন তৃণমূলের কালচার হয়ে দাঁড়িয়েছে, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলীয় পতাকা, ব্যানার, ফ্লেক্স ছেঁড়া তৃণমূলের কালচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট প্রচারে বেরিয়ে এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া, মানুষের ঘরবাড়ি লুঠ করাটা তৃণমূলের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তবে ২০১৯ সালের চেয়ে বীজপুর কেন্দ্র থেকে অনেক বেশি আশীর্বাদ পাবেন বলে আশাবাদী ব্যারাকপুরের পদ্ম প্রার্থী। তাঁর কথায়, বীজপুর কেন্দ্রে এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। খাল সংস্কার থেকে শুরু করে বেহাল হাসপাতালের হাল ফেরানো। তাছাড়া বেদখল হার্নেট স্কুলকে বাঁচানো ও পুরসভায় লুঠপাট বন্ধ করা। এসব কাজ তাঁকে করতে

হবে। এদিন তিনি হালিশহর বাগমোড় চার্চের কাছ থেকে প্রচার শুরু করে কুমোর পাড়া, ভাঙন পাড়া লেন ঘুরে নেতাজি মাঠে প্রচার শেষ করেন। এদিনের প্রচারে ছিলেন হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত, দলীয় নেত্রী সোমা দাস প্রমুখ।

বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের নিখোঁজ ছেলের সন্ধান মিলল পুরীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১০ দিন পর ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যর নিখোঁজ ছেলের সন্ধান মিলল পুরীতে। গত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ ছিল ডায়মন্ড হারবারে লোকসভা কেন্দ্রের সাতগাছিয়ায় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য কৌশিক খাঁড়ার নাবালক ছেলে। এদিকে বিজেপির তরফে অভিযোগ, নাবালককে অপহরণ করে তৃণমূল। সঙ্গে এ হুমকিও দেওয়া হয়, তৃণমূলে যোগ না দিলে তাকে ছাড়া হবে না। এই প্রসঙ্গে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলা হয় বিজেপির তরফ থেকে। এবার সেই ছেলেরই খোঁজ মিলল পুরীতে। শুক্কুদেব পণ্ডা সাংবাদিক বৈঠককরে দাবি করেন, বুধবার রাতে নিখোঁজ শিশুর পরিবারের কাছে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে। বলা হয়, এক নাবালককে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। উপযুক্ত পরিচয়পত্র দেখিয়ে তাকে নিয়ে যেতে। সেই ফোন পেয়েই বিজেপির-এক প্রতিনিধি শিশুর বাবা-মাকে নিয়ে গাড়িতে পুরীর উদ্দেশে রওনা দেন। শঙ্কুদেব পণ্ডা জানিয়েছেন, ছেলেকে খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা। তবে এরই পাশাপাশি খোঁজ চলছে কীভাবে ওই নাবালক পৌঁছল পুরীতে সে ব্যাপারেও।

প্রথম থেকেই শঙ্কুদেব ও পরিবার অভিযোগ করছিলেন, তৃণমূল অপহরণ করছে ওই শিশুকে। শঙ্কু এহেন দাবি করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই খোঁজ মিলল শিশুর। এদিকে ওই নাবালকের বক্তব্য, 'তিনটে কাকু ঘুরতে যাবি বলে নিয়ে চলে এসেছিল। ঝুপড়িতে রেখেছিল। পাউরুটি টোস্ট খাইয়েছে।' আর এখানেই শঙ্কুর অভিযোগ, 'বাচ্চাটি এখন ট্রমায় আছে। দায়িত্ব নিয়ে বলছি, পুরোটা তৃণমূল করেছে।' বিষয়টি জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনে জানানো হবে বলে জানান শঙ্কু। পাশাপাশি শুক্রবারই এই মামলার শুনানি রয়েছে হাইকোর্টে। তবে এর পাশাপাশি শিশুটি কীভাবে পুরীতে পৌঁছল বা আদৌ এর পিছনে কী রহস্য, সে বিষয়ে খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তের দাবি তুলেছেন শঙ্কু।

সুজাপুরের নয়মৌজার মাঠেই ইদের দিন নামাজ পাঠ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতিতেই সুজাপুর নয়মৌজার মাঠেই ইদের দিন নামাজ পাঠ অনুষ্ঠিত হল। বৃহস্পতিবার সকালে সুজাপুরের নয় মৌ মৌজা এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ইদগাহের মাঠেই এই নামাজ পাঠের আয়োজন করা হয়। যেখানে আট থেকে আশি সকলেই সামিল হয়েছিলেন ইদের নামাজ পাঠে।

অন্যদিকে এদিন খুশির ইদে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নামাজ পাঠে অংশ নিলেন মহিলারাও। ইদ উপলক্ষ্যে মালদা শহরের হায়দারপুর এলাকায় মুসলিম মহিলা জন কল্যাণ কমিটির উদ্যোগে মহিলারা নমাজ পাঠ করলেন। এই প্রথম পুরুষ ও মহিলারা একসঙ্গে নমাজ পাঠ করলেন। যদিও মাঝে কাপড় দিয়ে পুরুষ মহিলাদের নামাজের জায়গা আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। এই নমাজ পাঠে কয়েকজন পুরুষ হাজির হলেও মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কয়েকশো মহিলা এই নমাজ পাঠে অংশ নেন। নমাজ শেষে মহিলারা একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গন করে।

রাজস্থানের বিশেষ উৎসব গাঙ্গুর গঙ্গৌর। সেই উৎসব পালিত হচ্ছে কলকাতাতেও। ছবি: অদিতি সাহা

সালকিয়াতে ইদের নামাজ আদায়, হিন্দুদের সঙ্গে মিষ্টিমুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোটা বিশ্বের মতোই এই রাজ্যেও পালিত হচ্ছে ইদ। আর বৃহস্পতিবার ইদের দিন হাওড়ার সালকিয়া কালিতলায়

সম্প্রীতির চিত্র ফুটে উঠলো। এদিন সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ সালকিয়া কালিতলা হনুমান মন্দিরের সামনে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ নামাজ পড়েন। তাতে ওই এলাকার কিছু হিন্দু ধর্মের মানুষ তাদের সিমুই এবং মিষ্টিমুখ করায়। লোকসভা ভোটের মুখে যেখানে রাজ্যে রাজনীতির উত্তাপ ছড়াচ্ছে, সেখানে দুই ভিন্ন মতের মানুষের সহাবস্থান শান্তির বার্তা দিচ্ছে। একে অনেকে সম্প্রীতির নজির বলে মনে করছেন। বৃহস্পতিবার একই সঙ্গে নামাজ অনুষ্ঠিত হয়, হাওড়ার ফোরসোর রোড, বাঁকড়া এলাকাতেও। নামাজ পাঠের পর একে অপরকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং শুভকামনা জানায় নামাজিরা।

মসজিদ কমিটির তরফ থেকে বার্তা দেওয়া হয়, এলাকাতে হিন্দু, মুসলিম সকলে দীর্ঘদিন ধরেই সহাবস্থান করেন। এটা শান্তিপূর্ণ এলাকা। স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন এলাকাতে শান্তি বজায় রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন।

বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়।

বীজপুর বিধানসভায় বাগ মোড় চার্চ থেকে নেতাজি মাঠ পর্যন্ত জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং।

নাবালিকার শ্লীলতাহানি: নিম্ন আদালতের রায় বহাল হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নাবালিকার শ্লীলতাহানির মামলায় যুবকের সাজা বহাল রাখল কলকাতা হাই কোর্ট। ২০১৬ সালে এই ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে নিম্ন আদালত দোষী সাব্যস্ত করে এবং সাজা শোনায়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিযুক্ত। সেই সঙ্গে ১৪ বছরের পুরনো ওই মামলায় আদালত জানাল, ওই ঘটনায় শিশুর শরীর, মন এবং আবেগে আঘাত করা হয়েছে। তাই দোষীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের প্রশ্নই ওঠে না। আদালতের নির্দেশ, অভিযুক্ত যুবককে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। সেই সঙ্গে দিতে হবে নিম্ন আদালত নির্ধারিত জরিমানাও। ২০১০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির ঘটনা। ১০ বছরের এক নাবালিকাকে পিছন দিক থেকে জাপটে ধরে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, জাপটে ধরার সময়ে ওই যুবক বালিকার স্তন স্পর্শ করেছিলেন। তিনি ধর্ষণের মানসিকতা নিয়েই বালিকার শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ ওঠে। ২০১৬ সালে এই ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে নিম্ন আদালত দোষী সাব্যস্ত করে এবং সাজা শোনায়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিযুক্ত। মামলাকারী যুবকের তরফে যুক্তি, তিনি আদৌ ওই বালিকার শ্লীলতাহানি করতে চাননি। তেমন কোনও উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। বৃহস্পতিবার মামলাটি শোনে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের বেঞ্চ। আদালত যুবকের সাজাই বহাল রেখেছে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, শিশুর শ্লীলতাহানি আসলে শিশু অধিকারের চরম লঙ্ঘন। কারণ এটি নির্যাতিত শিশুর শরীর, মন এবং আবেগে দাগ কেটে যায়। ভবিষ্যতে যার প্রভাব হতে পারে সুদূরপ্রসারী। তাই এই ধরনের শ্লীলতাহানি এবং হেনস্থাকে যত দ্রুত সম্ভব চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় নিম্ন আদালত ওই যুবককে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু পকসো আইন এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। কারণ যে সময়ে এই ঘটনাটি ঘটেছিল, সেই সময়ে পকসো আইনের অস্তিত্ব ছিল না। পকসো আইনটি তৈরি হয়েছে ২০১২ সালে। কলকাতা হাই কোর্ট বৃহস্পতিবার জানায়, এই মামলায় পকসো আইনের ধারা যুক্ত হতে পারে না।

নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার নামেই এফআইআর শিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্য সরকারের করা এফআইআর-এ শাসক দলের একাধিক নেতার নাম। জিটিএ-র শিক্ষক নিয়োগ মামলায় এফআইআর করল রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, এই এফআইআর-এ নাম রয়েছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় তামাংয়ের। এছাড়াও নাম রয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের। নাম রয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ হাবড়ার তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা বুবাই বোসেরও। নিয়োগ মামলায় এই প্রথম রাজ্য সরকারের তরফে অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হল। এদিকে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের করা অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর-এ প্রথম নাম রয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের ডিআই প্রাণগোবিন্দ হালদারের। বুধবার ১০ এপ্রিল বিধাননগর উত্তর থানায় এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে। এই প্রথমবার রাজ্যের করা এফআইআর-এ যুক্ত করা হয়েছে প্রিভেনশন অফ কোরাপশন অ্যাক্ট বা দুর্নীতি দমন আইন।

প্রসঙ্গত, শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ নতুন নয়। জিটিএ-তে নিয়োগ নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, তাতে অভিযোগের আঙুল ওঠে বিনয় তামাং-এর দিকে। পাহাড়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে একটি বেনামি চিঠিও সামনে আসে। তার ভিত্তিতেই এই অভিযোগ দায়ের করেন স্কুল শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি। জিটিএ-র শিক্ষক নিয়োগ মামলায় মঙ্গলবারই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু জানান, এই নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তাঁর কাছে এক সরকারি আধিকারিক চিঠি দিয়েছেন। তার ভিত্তিতেই প্রাথমিক অনুসন্ধান করে সিবিআই আগামী ২৫ এপ্রিল রিপোর্ট জমা দেবে। জিটিএ-কেও সে দিন একটি রিপোর্ট দিতে হবে।

সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর। তারই মধ্যে এই এফআইআর। মনে করা হচ্ছে, সিবিআই তদন্ত আটকাতেই তৎপরতার সঙ্গে এই এফআইআর করে রাজ্য সরকার।

পার্থ ভৌমিকের সামনেই অর্জুন সিং-কে স্বাগত জানিয়ে স্লোগান!

বিড়ম্বনায় তৃণমূল প্রার্থী, ভাইরাল ভিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিককে স্বাগত জানাতে গিয়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা নাম বলে ফেললেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের। তাও আবার পার্থ ভৌমিকের সামনে! বৃহস্পতিবার ভাটপাড়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোষপাড়া রোডের ধারে পুরসভার কাছে ইদের আয়োজন করেছিলেন তৃণমূলেরই কর্মী-সমর্থকরা। সেখানেই ইদ আয়োজকদের ভুলে রীতিমতো বিড়ম্বনায় পড়লেন পার্থ ভৌমিক। ইতিমধ্যেই সেই ভিডিও ভাইরালও হয়েছে। যদিও পরে ভুল শুধরে নিয়েছেন দলীয় কর্মীরা। তবে তা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং।

ভাটপাড়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোষপাড়া রোডের ধারে পুরসভার কাছে ইদের আয়োজন করেছিলেন তৃণমূল কর্মীরা। বৃহস্পতিবার সকালের দিকে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর নুরে জামাল, প্রাক্তন পুর প্রশাসক গোপাল রাউত ও প্রাক্তন কাউন্সিলর মাকসুদ আলমকে সঙ্গে নিয়ে একবারে উৎসব মঞ্চের কাছে এসে পড়েন তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রার্থী পার্থ ভৌমিককে স্বাগত জানাতে গিয়ে ভুল করে অর্জুন সিং-এর নাম বলে ফেলেন অনুষ্ঠানের আয়োজকরা। মাইকে বলে বসেন, 'অর্জুন সিং ওয়েলকাম।'

নিজের বদলে প্রতিপক্ষের নাম ও তাঁকে স্বাগত জানানোর ঘোষণা শুনে চরম অস্বস্তিতে পড়েন তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। যদিও পরে ভুল শুধরে নেন দলীয় কর্মীরা। এমনকী অনুষ্ঠানের সঞ্চালকও ভুল ঘোষণার জন্য ক্ষমাও চেয়ে নেন। ঘটনা যাই হোক। তৃণমূল প্রার্থীর সামনে অর্জুন সিংকে স্বাগত জানিয়ে স্লোগানের সেই ভিডিও মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। এখন ভাটপাড়া-সহ ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের আনাচে কানাচে মানুষের মোবাইলে ঘুরছে সেই ভিডিও। যদিও ভাইরাল হওয়া ভিডিও নিয়ে মন্তব্য করতে নারাজ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এ প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'আসলে পার্থ ভৌমিককে তো কেউ চেনে না। মানুষের সঙ্গে ওর তেমন যোগাযোগও নেই। তাঁর তির্যক মন্তব্য, ও তো মানুষের মধ্যে না থেকে 'মাতাল এন্ড কোম্পানি'র মধ্যে থাকে।'

মাদল নিয়ে প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রকৃতির নতুন রূপকে স্বাগত জানাতে প্রাচীন প্রথা মেনেই 'সারুল' উৎসবের আয়োজন করে থাকেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। বৃহস্পতিবার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবক গ্রামে ঘটা করেই আয়োজিত হল প্রকৃতির পুজো 'সারুল' উৎসব। এই উৎসবের মাধ্যমে প্রকৃতি বন্দনায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মাদল বাজিয়ে মাতলেন বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি সারুল উৎসবে যোগ দিয়ে ভোট প্রচারও সারলেন।

ইতিহাস বলছে, বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে এই সারুল উৎসব। যা আদিবাসীদের মূল উৎসব। প্রকৃতি দেবী 'সারুল মা' হিসেবেই পূজিতা হন। মামুদপুরের দেবক গ্রামে সারুল উৎসবে যোগ দিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'আদিবাসী সম্প্রদায় দেশের অতি প্রাচীন সম্প্রদায়। প্রকৃতির ভালো তথা সমাজের ভালোর জন্যই আদিবাসীরা এই পুজো করে থাকেন।' অর্জুন সিংয়ের কথায়, দেশের রাষ্ট্রপতি একজন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। আদিবাসী সমাজের প্রতি তাঁর প্রেমের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি দ্রৌপদী মুর্মুকেই ভোট দিয়েছিলেন।

দুর্নীতি থেকে সমস্যা, ভোট প্রচারে বিজেপির নয়া হাতিয়ার পথ নাটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাস্তব সমস্যা থেকে দুর্নীতি, জনতার দরবারে তুলে ধরতে ভোটের মুখে বিজেপি-র মাধ্যম হতে চলেছে পথ নাটক। বলা ভালো, নতুন উদ্যমে নতুন হাতিয়ার নিয়ে এবার পথে নামতে চলেছে বিজেপি।

বৃহস্পতিবার পথ নাটকের সূচনা হয়ে গেল বিজেপি অফিসে। যদিও এটা সঙ্ঘ নাটক বলতে নারাজ তারা। বিজেপি নেতারা বলছেন, রাজ্যের যে কথা মানুষ বলছে তাই তুলে ধরা হবে।

সূত্রের খবর, চারটি বিষয়কে সামনে রেখেই এই নাটক হবে। দুর্নীতি থেকে সন্দেশখালি সবই থাকবে এই নাটকে। থাকছে ৩৪ বছরের বাম শাসনের একাধিক দিক। কামদুনি, পার্ক স্ট্রিট-সহ একাধিক ঘটনা। একই সঙ্গে থাকবে বিজেপির হাত ধরে এই বাংলাকে সোনার বাংলার করার আহ্বান। ঠিক হয়েছে, রাজ্যের সব কটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভায় এলাকার জনবহুল স্থানে তুলে ধরা হবে এই নাটক। এদিন বিজেপি অফিসের সামনে সূচনার পরে টিম চলে যাবে উত্তরবঙ্গে। মোট ২৯টি টিম তৈরি হয়েছে বলে খবর। বিজেপি নেতারা বলছেন, 'দলে অনেকেই আছেন যারা টলিউডে তৃণমূলের আগ্রাসনে কাজ হারিয়েছেন, সমস্যায় পড়েছেন সেই রকম শিল্পীরা রয়েছেন এই নাটকের দলে।' বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষ বলছেন, 'আজ থেকে আমাদের যে সাংস্কৃতিক প্রচার কর্মসূচি তা অফিসিয়ালি শুরু করছি। ঘরে ঘরে পদ্ম নাটকের টিম এখান থেকেই পৌঁছে যাবে উত্তরবঙ্গের দিকে। প্রথম দু'দফার ভোট তো ওখানেই। আমাদের মোট ২৯টা টিম রেডি রয়েছে। চারটে স্ক্রিপ্ট রয়েছে। তবে ঘরে ঘরে পদ্ম নাটকের উপর আমরা জোর দিচ্ছি বেশি। তাতেই সমস্ত ইস্যু তুলে ধরা হচ্ছে।'

চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় আগাম জামিনের আবেদন প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডায়মন্ড হারবারে চিকিৎসক কল্যাণাশিস ঘোষের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ৬ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। তিন জন গ্রেপ্তার হলেও , বাকি তিন জন অধরা ছিল। সেই এফআইআর তালিকায় নাম থাকা অন্যতম অভিযুক্ত পুলিশের মহিলা সাব ইন্সপেক্টর অমৃতা পাখিরা দাস এবার তাঁর আগাম জামিনের আবেদন প্রত্যাহার করলেন।

আদালত সূত্রে খবর, এই মামালয় জামিনের আবেদনের প্রায় এক মাসের মাথায় আলিপুর জেলা জজের আদালতে শুনানির কথা থাকলেও অভিযুক্ত অমৃতার পক্ষের আইনজীবীরা আদালতে জানিয়ে দেন, তাঁরা এই মামলায় শুনানি করতে চান না। সঙ্গে এও জানানো হয়, মামলাটি যেন খারিজ করে দেওয়া হয়। আদালত তা খারিজ করে দেয়। প্রসঙ্গত, গত ৩ মার্চ ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক কল্যাণাশিস ঘোষের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। চিকিৎসকের অপমৃত্যুর ঘটনায় ৬ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। তার মধ্যে ডায়মন্ড হারবারের বার মালিক অভিজিৎ দাস ও তার প্রাক্তন স্ত্রী রিয়া দাস সহ বাকিবুল্লা বোরহানি নামে এক কনস্টেবলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে এই মামলার তদন্তভার যায় সিআইডি-র হাতে। চিকিৎসক কল্যাণাশিস ঘোষের পরিবারের তরফ থেকে যে এফআইআর করা হয়েছিল তাতে নাম ছিল অমৃতারও। এরপরই ১১ মার্চ ডায়মন্ড হারবার মহিলা থানার প্রাক্তন অফিসার-ইন-চার্জ অমৃতা আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন আলিপুর আদালতে। এদিকে অমৃতা এই মুহূর্তে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার ডিআইবিতে কর্মরত। তবে এই ঘটনার পর থেকে অন্তরালে থাকায় সিআইডির খাতায় তাঁকে দেখানো হচ্ছে পলাতক হিসেবেই। অন্য দিকে, এফআইআরে নাম থাকা রিয়ার বাবা তাপস খাঁয়ের জামিনের আবেদন আলিপুর আদালত খারিজ করেছে আগেই।

নির্বাচনী প্রচারপত্রে শ্রীকৃষ্ণের ছবি

বিতর্কের মুখে দক্ষিণ কলকাতার সিপিএম প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিপিএম প্রার্থীর ছাপানো প্রচার পত্রে শ্রীকৃষ্ণ। ভোটের আগে বামেদের বিরুদ্ধে আস্তিকতার আশ্রয়ের অভিযোগ বিরোধীদের। তবে একাংশ এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে এও বলতে ছাড়ছেন না বিরোধীরা, ভোট বড় বালাই। ভোটাররাই তো ভগবান প্রার্থীদের কাছে। সামনে ভোট, তাই কত কী দেখতে হয়! তারই অঙ্গ হিসেবে লোকসভা ভোটের বাজারে নিজেদের 'ধর্মনিরপেক্ষ' বা 'নাস্তিক' হিসাবে দাবি করা সিপিএমকেও আশ্রয় নিতে হল শ্রীকৃষ্ণ-শরণে। আর এই প্রসঙ্গে ভোটারদেরই প্রশ্ন, তাহলে শেষ পর্যন্ত সিপিএমও আদর্শচ্যুত হল! তবে এই ইস্যুতে 'অহেতুক বিতর্ক' দেখছেন বামেরা।

দক্ষিণ কলকাতার সিপিএম প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম তাঁর প্রচারে বাংলা নববর্ষ ও ইদকে সামনে রেখে তৈরি করেছেন প্রচারপত্র। কার্ডের এক পিঠে কৃষ্ণ সেজেছে এক খুদে। তার পাশে আবার ফেজ টুপি পরা আর এক খুদে ধরেছে কৃষ্ণের হাত। এর মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়ে ভোটারদের কাছে পৌঁছতে চাইছে সিপিএম। রয়েছে সম্প্রীতির বার্তাও। আর এই কার্ড নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কমিটির কনভেনর ও দলের রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত জানান, ' প্রত্যেকবার ভোটের সময় আমরা ইদের কার্ড দিই, নববর্ষের শুভেচ্ছাবার্তা দিই। এটা আজকের বিষয় নয়। যতদিন আমরা সংসদীয় রাজনীতিতে রয়েছি তবে থেকে চলে আসছে। ২০১৪, ২০১৯ বা তার আগেও লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে আমরা শুভেচ্ছাবার্তা দিই। এতে নতুন কিছু নেই। ইদের কার্ডে কোনও জায়গায় পার্টির নাম উল্লেখ করা থাকে না। এবারেও সেই ভাবেই দু'টি সম্প্রদায়কে দেখানো হয়েছে। আমরা মনে করি, ধর্ম যে যার মতো পালন করুক। রাষ্ট্র যেন সেখানে হস্তক্ষেপ না করে। সেই বার্তাই রয়েছে।' উল্লেখ্য, নববর্ষের কার্ড তৈরি হয়েছে ৫০ হাজার, ইদের কার্ড ৩৫ হাজার। বাড়ি বাড়ি কার্ড পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সিপিএম।

১.খুশির ইদে দুই খুদের হুটোপাটি।

২. সামনেই পয়লা বৈশাখ। চলছে চৈত্র সেলের কেনাকাটা। ছবি অদিতি সাহা

দাবদাহ কমেছে, আজ হাল্কা বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সপ্তাহের শুরু থেকেই কিছুটা স্বস্তিতে দক্ষিণবঙ্গবাসী। নেই তীব্র গরমের দাবদাহ। রোদের দাপট থেকে কিছুটা রেহাই পেয়েছে দক্ষিণের মানুষেরা। পবিত্র ইদের দিনে অনেকটাই স্বস্তিতে রয়েছে দক্ষিণবঙ্গ। বৃহস্পতিবার ইদের উৎসবের দিনে তীব্র রোদের দাপট না থাকলেও গরমের অনুভূতি ছিল দক্ষিণের মোটামুটি সমস্ত জায়গাতেই।

এদিক আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গে সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তাপমাত্রা কমার কোনও পূর্বাভাস নেই। দক্ষিণে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে চলেছে তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, শুক্রবার কলকাতায় মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শুক্রবার হাল্কা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ আগামী কয়েকদিন মূলত শুষ্ক এবং উষ্ণ আবহাওয়াই বজায় থাকবে। বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে বজ্রপাতের সতর্কতার কথা জানানো হয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার মালদহ ও দিনাজপুরে ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। এরপর রবিবার উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলা ছাড়া আর তেমন বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। তবে সোমবার থেকে ফের উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বৃষ্টি হবে।কারণ, রাজস্থান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে অক্ষরেখা। ফলে সেখানে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সঙ্গে বজ্রপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে আগামী সাতদিন দক্ষিণবঙ্গের কোথাও তাপপ্রবাহের সতর্কতা নেই বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে শনিবার থেকে পশ্চিমাঞ্চলের জেলা এবং গাঙ্গেয় বঙ্গের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে।

আবাসিক স্কুলে নির্যাতনের শিকার পড়ুয়া!

সংকটজনক অবস্থায় ভর্তি এসএসকেএমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডায়মন্ড হারবারের একটি আবাসিক স্কুলে দশ বছরের পড়ুয়ার ওপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ। ওই খুদে পড়ুয়ার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, তার ওপর চালানো হয়েছে অকথ্য অত্যাচার। বারবার আঘাতে প্রস্রাবের দ্বারে তৈরি হয়েছে ক্ষত। আর সেই ক্ষতস্থান থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ১০ বছরের ওই পড়ুয়া এখন এসএসকেএম-এর পেডিয়াট্রিক সার্জারি বিভাগে চিকিৎসাধীন।

এদিকে এসএসকেএম-এর চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, এই মুহূর্তে অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় রয়েছে সে। তার আইসিইউ বেডের প্রয়োজন ছিল। পরে সেই ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে ভাইয়ের এই অবস্থার জন্য আবাসিক স্কুল কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করেছে তার দিদি। অভিযোগ, 'ভাই সব সময় অভিযোগ জানাতো আমার পেনসিল নিয়ে নিচ্ছে, টিফিন নিয়ে নিচ্ছে, আমার রবার নিয়ে নিচ্ছে, আমাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে, আমাকে বাঁচা বাঁচা বলত। তবে যারা এটা করত, তারা ওর থেকেই বড়, কোন ক্লাসে পড়ে জানি না।' একইসঙ্গে তার অভিযোগও, আবাসিক স্কুল কর্তৃপক্ষ এই সব ঘটনায় কর্ণপাত করেনি। প্রথম থেকে যদি বিষয়টা দেখত তাহলে এমনটা হত না। এদিকে আবাসিক স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ফলতা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে পড়ুয়ার পরিবার।

ইদের অনুষ্ঠান বন্ধ করে হিন্দুর শেষযাত্রায় সামিল মুসলিমরা

ধর্মের ওপর মানবতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধর্ম নিয়ে হানাহানি, রক্তক্ষয়ের সাক্ষী থেকেছে ইতিহাস।

আবার সেই ধর্মের বিভেদ ভুলে মানুষই তৈরি করেছে সম্প্রীতির নজিরও। এখানে রামের শেষ যাত্রায় কাঁধ দেয় রহিম, আবার রহিমের বিপদে বুক দিয়ে আগলে রাখে রাম। ইদের দিন হিন্দু-মুসলিমের তেমনই সম্প্রীতির সাক্ষী থাকল বাংলা। হিন্দু মহিলার সৎকারের জন্য ইদের আনন্দ অনুষ্ঠান স্থগিত রাখল পাড়ার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। নমাজের পরই বৃদ্ধার দেহ নিয়ে শ্মশানে ছুটলেন তাঁরা। সারলেন সৎকারও।

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আলপনা সরকার (৬১)। সোনারপুর উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। আচমকা স্ট্রোক। চেষ্টা করেও বাঁচানো যায়নি। এদিকে গোটা মহল্লা তখন ইদের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যে এমন খবর। কিন্তু এ বাংলা যে বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, ধর্মের চেয়ে বড় মানবতা। তাই পাড়ায় শোকের খবর আসতেই তাঁরা জানান, ইদের কোনও অনুষ্ঠান করবেন না। নমাজের পর মহিলার সৎকারে যাবেন।

সেইমতো বৃহস্পতিবার সকালে মহিলার দেহ সৎকারের জন্য শ্মশানে নিয়ে যান। উপস্থিত ছিলেন রাজপুর সোনারপুর পুরসভার পুরপ্রধান পরিষদ জনাব নজরুল আলি মণ্ডল, পুরপ্রধান পরিষদ রঞ্জিত মণ্ডলরা। ৭ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি শিক্ষক সহিদুল ইসলাম কথায়, 'এটা বাংলার সংস্কৃতি। এখানে ধর্মের চেয়ে মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। এমন একটা দুঃখের দিনে আমরা আনন্দ উৎসব করব না।'

রেড রোডে ইদের নমাজ।

সম্পাদকীয়

ধর্মের নামে অন্ধ হচ্ছে মানুষ, যতই হিংসা থাকুক, বাঙলার হিন্দু-মুসলিম মেলবন্ধন চিরন্তন

কথায় আছে, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। সেকথা যেন বাংলা ক্যালেন্ডারের ক্ষেত্রেও ধ্রুবসত্য। অন্তত চৈত্রের দিকে দেখলে তেমনটা মনে হতে বাধ্য। একইসঙ্গে কী সুন্দর সহাবস্থান করছে দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রতের দিনগুলো। একদিকে যেমন পরিবারের মঙ্গল কামনায় রোজা রাখছেন এক মুসলিম মহিলা। অন্যদিকে তেমনই সারাদিন উপোস করে শিবের ব্রত পালন করছেন এক হিন্দু পিতা। নিয়ম প্রায় এক। উদ্দেশ্যও এক। শুধু ধর্মীয় পরিচয় আলাদা। যে বাঙালি রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা পালন করে তার কাছে অবশ্য এ কোনও নতুন ব্যাপার নয়। এখানে ছেলের জ্বর হলে অসহায় মা পীরের দরবারে হত্যে দেন। আবার নতুন গাড়ি কিনে কালী মন্দিরে পুজো দিতে আসেন মুসলিম যুবক। তেমনই অদ্ভুত ভাবে সহাবস্থান করে এই দুই ব্রতও। সঠিকভাবে ধরতে গেলে অবশ্য গোটা চৈত্র মাস জুড়েই যে সহাবস্থান দেখা যায় তা নয়। বরং বৈশাখের শুরুর কটা দিনও রোজার মেয়াদ ফুরোয় না। তবু চৈত্র মাসের অধিকাংশ দিনই এই দুই ব্রতকে প্রায় এক সুতোয় বেঁধে রাখে। গাজনের নিয়ম অনুযায়ী, চৈত্র সংক্রান্তির আগে একমাস ধরে কঠোর নিয়ম পালন করতে হয় ব্রতীদের। সারাদিনই প্রায় উপবাস থেকে সূর্যাস্তের পর ফল-জল। আবার ব্রতের দিন এগিয়ে এলে সেই নিয়মের কঠোরতা আরও বাড়ে। আবার রমজান মাসে মুসলিমদেরও একইভাবে রোজা রাখতে হয়। তাঁরাও সারাদিন কিচ্ছুটি দাঁতে কাটেন না। সন্ধ্যায় নামাজ পড়ে ইফতার করতে বসেন। মানে সূর্য মাথার উপর থাকলে উপোস করেই কাটাতে হয়। আর নিয়ম একদিনের নয়। যুগ যুগ ধরে চৈত্র মাসেই গাজন আর রমজান পালন করেন দুই সম্প্রদায়ের মানুষ। বলা বাহুল্য, সকলের উদ্দেশ্যও এক। সকলেই চান ব্রতের পুণ্যে তাঁদের পরিবার যেন সুস্থ থাকে, সমাজের সর্বস্তরেই যেন ছড়িয়ে পড়ে মঙ্গল আলোক। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা এই সম্প্রীতির কথা ভুলতে বাধ্য করছে। দেশজুড়ে ধর্মের নামে চলা রাজনীতির চাপে হারিয়ে যাচ্ছে মনুষ্যত্ব। ধর্ম আর দেশ যেন সমানুপাতিক হয়ে উঠেছে। নিজের ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস না থাকা যেন দেশদ্রোহিতার সমান, এমন কথাকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চাইছে কেউ কেউ। বারবার এ প্রসঙ্গে সোচ্চার হচ্ছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজন। অথচ ফল মিলছে কোথায়? ধর্মের নামে সেই তো অন্ধ হচ্ছে মানুষ। তবে যতই হিংসা থাকুক, বাঙালির কাছে হিন্দু-মুসলিম মেলবন্ধন চিরন্তন। এখানে হিন্দুরা যেমন ঈদের সিমুই খায়। মুসলিমরাও তেমন দুর্গাপুজোয় নতুন জামা কেনে। আবার বছর শেষে ধর্মীয় নিয়মেও যেন একাকার হয় দুই সম্প্রদায়।

আনন্দকথা

অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হল যে, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আরও এক দৃষ্টান্ত — এ-মানুষটির বত্রিশ দাঁত আছ, ও-মানুষটির বত্রিশ দাঁত, আবার যে-কোনও মানুষ দেখছি তারই বত্রিশ দাঁত আছে। অতএব সব মানুষেরই বত্রিশ দাঁত আছে।

"এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্রে আছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কথাগুলি শুনিলেন মাত্র। শুনিতে শুনিতেই অন্যমনস্ক হইলেন। কাজে কাজেই আর এ-বিষয়ে বেশি প্রসঙ্গ হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।।
সমাধিমন্দিরে

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

সুমিত্রা মহাজন

১৯১৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ভিনু মানকড়ের জন্মদিন।*
১৯৩৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ লালজি ট্যান্ডনের জন্মদিন।*
১৯৪৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুমিত্রা মহাজনের জন্মদিন।*

পহেলা বৈশাখ নিয়ে দু'দেশের বাঙালিদের মধ্যে তুমুল উন্মাদনা তো রয়েছেই, বিদেশে বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যে সেই আবেগ কতটা, কী ভাবেই বা পহেলা বৈশাখ উদযাপন করেন তাঁরা, সেটাই বিদেশে বসবাসকারী বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন **বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ**

বিদেশে বৈশাখ

যেহেতু বাঙালির একমাত্র সর্বজনীন উৎসব পয়লা বৈশাখ, তাই এই উৎসবটি বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র, বর্ণের মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে হইহই করে পালন করেন। এখানে ধর্মের কোনও সংকীর্ণতা নেই। আর সেই কারণেই বাংলা মাসের প্রথম দিনের এই উৎসবটি এতটা ব্যাপক আর প্রাণবন্ত।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানেই বাঙালি আছে, সেখানেই পালিত হয় এই পয়লা বৈশাখ বা পহেলা বৈশাখ।

বিদেশের কোন দেশে কীভাবে পালিত হয় পয়লা বৈশাখ, সেটা জানার জন্যই আমি যোগাযোগ করেছিলাম বিদেশে বসবাসকারী স্বনামধন্য বাঙালিদের সঙ্গে।

পয়লা বৈশাখ নিয়ে জানতে চেয়েছিলাম আফ্রিকা মহাদেশের লেসথো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ক্যান্সার ক্লিনিকের পেলিয়েটিভ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এবং আফ্রিকার লেসথোর বাংলাদেশ পোয়েট্রি কর্ণারের সমন্বয়ক হাসান মাসুমের কাছে। তিনি পহেলা বৈশাখ নিয়ে বললেন, লেসথো আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত একটি স্বাধীন দেশ। লেসথোর চারিদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা সীমান্ত, এ জন্য লেসথোকে বলা হয় 'লেয়ার লক' কান্ট্রি। এর অন্য নাম মাউন্টেইন কিংডম।

লেসথো'র অরায় দুশো বাংলাভাষী পরিবার বসবাস করেন।

এ ছাড়া আরও অনেক বাংলাভাষী মানুষ আছেন যাঁরা দেশে পরিবার রেখে এখানে এসে চাকুরি বা ব্যবসা করেন। লেসথো'তে বাংলা নববর্ষ পালন করা হয় ১৪ই এপ্রিল। তবে কখনও ১৫ এপ্রিলও বাংলা নববর্ষ পালন করা হয়।

এর আগে পর্যন্ত প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ পালন করা হতো ব্যক্তি উদ্যোগে অথবা কখনও সমষ্টিগতভাবে।

বেশ কয়েক বছর ধরে পহেলা বৈশাখ পালন করা হয় সমষ্ঠিগতভাবে লেসথো'র রাজধানী মাসেরু'তে। কখনও লেসথো গলফ ক্লাবের বিশাল মাঠে অথবা মাচাবেং ইন্টারন্যাশনাল কলেজের উন্মুক্ত অডিটোরিয়ামে।

পহেলা বৈশাখের এই দিনটিতে লেসথো'র বিভিন্ন জেলা থেকে বাংলাভাষী মানুষেরা সপরিবার চলে আসেন রাজধানী মাসেরুতে। পহেলা বৈশাখের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে অংশ নিতে।

এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় সকাল দশটায়। উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হয় লেসথো'র সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের। বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। উদ্বোধন পর্বে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসী বাঙালিরা।

তারপর শুরু হয় সমবেত কণ্ঠে — এসো হে বৈশাখ এসো এসো... গানটি দিয়ে। সেই সঙ্গে নৃত্যের তালে তালে মেতে ওঠে শিশু, কিশোর-কিশোরীরা। সংগীত ও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে চলে নানা ধরনের পিঠা-পুলি খাওয়া।

তারপর আরম্ভ হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ছোটদের এবং বড়দের আলাদা আলাদাভাবে।

চলে পান্তাভাত, ইলিশ মাছ ভাজা-সহ অন্যান্য খাদ্য সমভিব্যাহারে মধ্যাহ্ন ভোজন। বিকেলে আবার সংস্কৃতি অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী থাকে।

সন্ধ্যার আগে আগে পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে নববর্ষ-বরণ অনুষ্ঠানের।

আমার আর এক দীর্ঘ দিনের বন্ধু, নরওয়ে থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা 'সময়ের শব্দ'র প্রধান সম্পাদক ভায়োলেট হালদার থাকেন বার্গেন শহরে। তিনি জানালেন, কোনও পহেলা বৈশাখ যদি সোম থেকে শুক্রবারের মধ্যে পড়ে, তা হলে ওই দিনটি উদযাপন করা হয় তার পরের শনিবার বা রবিবারে। কারণ পহেলা বৈশাখ পালন করার জন্য এখানে কোনও ছুটি পাওয়া যায় না। এখানে মূলত বাঙালিরাই অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের জন্য কোনও কমিউনিটি হল ভাড়া নেওয়া হয়। সাধারণত বেলা বারোটা থেকে বিকেল চারটে অথবা বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যা ছ'টা-সাতটা অবধি অনুষ্ঠান চলে। মূলত নাচ, গান, আবৃত্তি।

উল্লেখযোগ্য হল, এ দিন মহিলারা সবাই শাড়ি পরেন। বাঙালিরা ছাড়াও নরওয়েজিয়ানদের আমন্ত্রণ জানালে তাঁরাও আসেন। কয়েকজন নরওয়েজিয়ান অবশ্য বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করেছেন। তাঁরা প্রতি বছরই অতি উৎসাহে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে আসা লোকজনদের জন্য আমরা নিজেরাই যে যার মতো বাড়ি থেকে নাড়ু, চালভাজা, দই, জিলাপি, রসগোল্লা বানিয়ে নিয়ে যাই। আনুষঙ্গিক যা খরচ হয় সেগুলো আমরা সবাই মিলে বহন করি।

এই প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন আমার আর এক দীর্ঘদিনের বন্ধু, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, মেলবোর্ন ভিত্তিক থিংক ট্যাঙ্ক, 'গভারন্যান্স অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন ইনোভেশন নেটওয়ার্ক'-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও, অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া স্টেটের আন্তঃসংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা ড. শরীফ আস্-সাবের। তিনি বললেন, প্রবাসে বাঙালিদের সব চাইতে বড় উৎসব বাংলা নববর্ষ।

প্রতি বছর বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় উদযাপিত হয় বাঙালির এই প্রাণের উৎসব। অস্ট্রেলিয়াও এর ব্যতিক্রম নয়। সবচেয়ে বড় দুই শহর, সিডনি এবং মেলবোর্ন-সহ দেশের অন্যান্য শহরে এই উৎসবটি বেশ ঘটা করেই পালন করা হয়।

এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিটি বড় শহরে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সিডনির বৃহত্তম বৈশাখী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শহরের অলিম্পিক পার্কে। মেলবোর্ন সিটি কাউন্সিলের সহযোগিতায় মেলবোর্নের সব চাইতে বড় এবং বর্ণাঢ্য বৈশাখী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ কালচারাল এক্সচেঞ্জ।

বছরের একই সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেই নতুন বছরকে বরণ করা হয়। তাই এই বৈশাখী অনুষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছে, 'দক্ষিণ এশিয়া উৎসব'। মেলবোর্ন শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে ফেডারেশন স্কোয়ার সংলগ্ন বিরারুংমার মাঠে আতশবাজি পুড়িয়ে, ফানুস উড়িয়ে উৎসবের শুরু হয়। মেলায় অজস্র দোকানীরা তাঁদের পসরা সাজিয়ে বসেন। বিক্রি হয় শাড়ি, চুড়ি, খেলনা, বই-সহ আরও কত কি। এ ছাড়াও শিশুদের বিনোদনের জন্য থাকে নানা বিনোদন ও খেলাধূলার আয়োজন। আর থাকে পিঠা পুলি, ফুচকা, চটপটি থেকে শুরু করে রকমারি খাবারের স্টল। সেই সঙ্গে স্টেজে চলে বৈশাখের গান, নাচ, আলোচনা।

মেলবোর্নের আরও অনেক সংগঠন আলদা আলাদা ভাবে বৈশাখী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন প্রতি বছর গ্লোরিয়া পাইক নেটবল কমপ্লেক্সে খুব বড় করে বৈশাখী মেলার আয়োজন করে থাকে।

বহু দিন ধরে বিদেশের মাটিতে থাকা শুধু এই তিন জন বিশিষ্ট বাঙালিই নন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে থাকা আমার আরও অনেক বন্ধুর সঙ্গেই আমি কথা বলেছি। পয়লা বৈশাখ নিয়ে তাঁরাও জানিয়েছেন তাঁদের আবেগ, ভালবাসা, প্রস্তুতিপর্ব এবং অভিজ্ঞতার কথা। এবং সে সব শুনে আমি এটাই বুঝতে পেরেছি যে, সে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তেই হোক না কেন, সেখানে যে কোনও ভাষারই প্রাধান্য থাকুক না কেন, যেখানে অন্তত দু'জন বাঙালি আছে, সেখানে খুব ছোট করে হলেও, উদযাপিত হয় বাংলা ক্যালেন্ডারের এই প্রথম দিনটি।

নরওয়ে থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা 'সময়ের শব্দ'র প্রধান সম্পাদক ভায়োলেট হালদার থাকেন বার্গেন শহরে। তিনি জানালেন, কোনও পহেলা বৈশাখ যদি সোম থেকে শুক্রবারের মধ্যে পড়ে, তা হলে ওই দিনটি উদযাপন করা হয় তার পরের শনিবার বা রবিবারে। কারণ পহেলা বৈশাখ পালন করার জন্য এখানে কোনও ছুটি পাওয়া যায় না। এখানে মূলত বাঙালিরাই অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের জন্য কোনও কমিউনিটি হল ভাড়া নেওয়া হয়। সাধারণত বেলা বারোটা থেকে বিকেল চারটে অথবা বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যা ছ'টা-সাতটা অবধি অনুষ্ঠান চলে। মূলত নাচ, গান, আবৃত্তি।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সিউড়ি ইদগাহ ময়দানে ইদের নামাজ শেষে দলীয় কর্মী সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আলিঙ্গন করছেন সিউড়ি বিধানসভার বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী।

পানীয় জলের দাবিতে কোলিয়ারিতে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বৃহস্পতিবার সকাল আটটা নাগাদ পানীয় জলের দাবিতে পাণ্ডবেশ্বরের বাঁকোলা এরিয়ার কুমারডিহি এ কোলিয়ারির এজেন্ট অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাল গ্রামের রুইদাস পাড়ার বাসিন্দারা। আটটা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত চলে এই বিক্ষোভের পরে কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন স্থানীয়রা। উল্লেখ্য, নবগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুমারডিহি গ্রামের রুইদাসপাড়ায় প্রায় চার হাজার মানুষের বাস। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পাইপ ফেটে যাওয়ার কারণে জলের সমস্যায় ভুগছেন তারা। স্থানীয় বাসিন্দা বন্যা রুইদাস ও গৌতম বাউড়িরা জানান, কোলিয়ারির তরফে এলাকায় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু বছরখানেক ধরে মাঝেমধ্যেই পাইপ ফেটে জলের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রুইদাস পাড়ার বাসিন্দাদের বলে অভিযোগ। এর আগেও বেশ কয়েকবার জলের সমস্যার জন্য বিক্ষোভ আন্দোলন করা হলে, কোলিয়ারি তরফে পাইপ লাইনে শুধু পট্টি মেরেই সাময়িকভাবে কাজ সারা হচ্ছে, ফলে আবার ঘটছে পাইপ ফেটে গিয়ে বিপত্তি। এই অভিযোগে এই বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কোলিয়ারির এজেন্ট অফিসের সামনে এলাকার বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলা পাইপ মেরামতি ও জলের সমস্যা সমাধানের দাবিতে কোলিয়ারির অফিসে অফিসারদের ঢুকতে বাধা দেন। কোলিয়ারি সূত্রে জানা যায়, কিছুদিনের মধ্যেই হবে সমস্যার সমাধান। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, অবশেষে দীর্ঘ দু'ঘণ্টা পর কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দেন শীঘ্রই হবে সমস্যার উপযুক্ত সমাধান। কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন স্থানীয়রা। তবে এও হুঁশিয়ারি দেন চারদিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে আবার বৃহত্তর আন্দোলনের নামবেন তারা।

রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকলেও একসঙ্গে ইদ পালন করল গনিখান চৌধুরির পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: একজন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ। অপরজন দক্ষিণ মালদার লোকসভা কেন্দ্রে এবারের কংগ্রেস প্রার্থী। সম্পর্কে এরা দু'জন ভাইবোন। রাজনৈতিক স্তরের পরিভাষা পৃথক থাকলেও বৃহস্পতিবার কোতুয়ালির বাসভবনে ভাইবোনদের সম্পর্ক অটুট রাখার বার্তা নিয়েই ইদ উৎসব পালন করলেন গনিখান চৌধুরির পরিবারের সদস্যরা। এদিন সকালেই প্রয়াত প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গনিখান চৌধুরীর কোতুয়ালির বাসভবনেই নামাজ পাঠের মাধ্যমেই ইদের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নুর, তার মামা তথা বর্তমান কংগ্রেস সাংসদ আবু হোসেন চৌধুরি (ডালু)। পাশাপাশি ছিলেন এবারে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ইশাখান চৌধুরি, তার স্ত্রী লিজুখান চৌধুরি সহ গনিখান চৌধুরির পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এদিন প্রায় শতাধিক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা গনিখানের কোতুয়ালির বাসভবনে জমায়েত হয়ে নামাজ পাঠ করেন। এরপরে একে অপরকে আলিঙ্গন করেই ইদের শুভেচ্ছা জানান।

বলাবাহুল্য, বছরের অধিকাংশ সময় যেখানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে একে অপরকে দোষারোপের কাঠগড়ায় দাঁড় করতে তৎপর হয়ে থাকেন। কিন্তু সেই দিক দিয়ে এদিনের কোতুয়ালির বাসভবনে দৃশ্যটা ছিল অন্যরকম। গনিখান চৌধুরির পরিবারের সকল সদস্যরাই যে যেখানেই থাকুক না কেন, এই একটা দিন বাড়িতেই একসঙ্গে ইদের আনন্দে সামিল হন তাঁরা। রাজনৈতিকার বাইরে বেরিয়েই চলে নানান গল্প, আড্ডা এবং আহার। যেখানে গনিখান চৌধুরির পরিবারের আট থেকে আশি সকলেই হাজির হন এবং সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতেই এই ইদ উৎসব পালন করে থাকেন।

উল্লেখ্য, গনিখান চৌধুরির বোন রুবিনুরের মেয়ে মৌসুম নুর। তিনি তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ রয়েছেন। সম্পর্কে গনিখানের ভাগ্নি। এছাড়াও এদিনের এই ইদ উৎসবের সামিল হয়েছিলেন দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরি (ডালু)। এবারের লোকসভা নির্বাচনে ডালুবাবুর একমাত্র ছেলে ইশাখান চৌধুরী দক্ষিণ মালদা লোকসংখ্যা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী পদে নির্বাচন লড়ছেন। এছাড়াও মৌসুম নুরের আরেক বোনও এদিন গনিখান চৌধুরির বাসভবনে থেকেই ইদ উৎসব পালন করেছেন।

এদিন ইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তৃণমূলে রাজ্যসভার সাংসদ তথা গনিখানের ভাগ্নি মৌসুম নুর বলেন, বছরের অন্তত একটা দিন পরিবারের সকল সদস্যের সঙ্গে ইদ পালন করা হয়। অন্যদিকে দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস প্রার্থী গনিখান চৌধুরীর ভাইপো ইশাখান চৌধুরি বলেন, এদিনের ইদ উৎসবে পরিবারের সকলেই সামিল হয়েছেন। একসঙ্গে সবাই নামাজ পাঠ করেছি। একে অপরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। তারপর মোবাইলের সেলফি তোলা থেকে শুরু করে সারাদিন নানান গল্প এবং বিভিন্ন মুখরোচক খাবারের মাধ্যমে ইদ কাটিয়েছি।

বিজেপি বিধায়কের দাদাগিরি, নিন্দার ঝড় আরামবাগ জুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রকাশ্যে বিজেপি বিধায়কের দাদাগিরি দেখল আরামবাগবাসী। আর তা নিয়ে শোরগোল এলাকায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা নিয়ে এক সরকারি কর্মীর উপর চড়াও হলেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। ওই ব্যবসায়ীকে মারধর করার পাশাপাশি তার সম্পর্কে ভাই তথা পিএইচইর পাম্প অপারেটারকে হেনস্তা করে বিজেপি বিধায়ক বলে অভিযোগ। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এমন ঘটনা প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের মারপিঠের সিসিটিভি ফুটেজ আপলোড করেন তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী। যা এখন ভাইরাল হয়ে পড়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এক কর্মীকে হেনস্তা করেছেন বিজেপি বিধায়ক বলে অভিযোগ। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তৃণমূল কর্মী অরিন্দম ভৌমিককে বিনা প্ররোচনায় মারা হয়েছে। অবিলম্বে প্রশাসনের উচিত খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষকে গ্রেপতার করা। এই মারধরের ঘটনা সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। সেটা এখন সবার স্মার্টফোনে ঘুরছে। আহত অরবিন্দ ভৌমিক বলেন, আমার ওপর চড়াও হয়, গালিগালাজ করতে থাকে অকথ্য ভাষায়। প্রায় ২৫-৩০ জন ওখানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজনকে আমি চিনতে পেরেছি। গায়ে হাত পর্যন্ত তোলে আমাদের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। কারণ কিছু বুঝতে পারলাম না। মারধর করে গেলেন এবং আমাকে বলে গেল এরপরেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সে জন্য আমরা আইনের দ্বারস্থ হয়েছি, সুবিচার পাব। যদিও এই মারধরের ঘটনা নিয়ে বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, মা বোনেরা জল পাচ্ছিল না, ওই ব্যক্তি গালিগালাজ করছিল। অশ্লীল ভাষায় আমাকেও গালিগালাজ করে। তার প্রতিবাদ করেছি মাত্র। গত

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেও ৮-১০ দিন ধরে জল বন্ধ রাখা হয়েছিল। ঠিক এবারেও আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে পিএইচইর জল রাজহাটির পুরো এলাকায় বন্ধ রাখা হয়েছে। গ্রামের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। গরিব মানুষ এত গরমে জল পাচ্ছে না। সে জন্য মায়েরা বোনেরা যখন জলের জন্য যায় তখন তাদেরকে গালিগালাজ করা হয় এবং একজনের হাত ধরে টানা হয়। আমাদের কাছে খবর পৌঁছয়। আমরা ওদেরকে ডাকি কিন্তু কোনওভাবে আসেনি। উল্টে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে যারা ডাকতে যায়। এই রকম পরিস্থিতিতে আমরা গিয়েছিলাম এবং আমাদেরকে লক্ষ্য করে গালিগালাজ করতে থাকে। আমি মারিনি, হাত তুলেছিলাম কিন্তু মারা হয়নি। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, আমাদের কাছে খবর আছে যাকে মারা হয়েছে ওর প্যান্ডেল ও ফ্লেক্সের ব্যবসা আছে। বিধায়ককে টাকা চেয়েছে সেজন্য তাকে মারধর আর দাদাগিরি করেছে। মানুষ বুঝে গেছে বিজেপি কি দল। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বিধায়কের দাদাগিরির জবাব মানুষ দিয়ে দেবে। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় আরামবাগ মহকুমা জুড়ে।

দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মালদায় মৃত ৩, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বৃহস্পতিবার ইদের দিন পৃথক দুটি পথ দুর্ঘটনায় দুই স্কুল ছাত্র-সহ মৃত্যু হল তিনজনের। ইদের দিন মোটর বাইকে তিন ছাত্র মাসির বাড়ি ঘুরতে গিয়েই পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আর ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দুই ছাত্রের। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার নিয়ামতপুর কেষ্টনগর এলাকার রাজ্য সড়কে। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে এক স্কুল ছাত্র।

পুলিশ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম সারফারাজ মৌমিন (১৪) এবং আলিম মৌমিন (১৮)। আহত হয়েছে আসলাম মৌমিন (১৮)। তারা প্রত্যেকেই স্থানীয় রায়গ্রাম স্কুলে পড়াশোনা করতে বলে জানা যায়। তাদের প্রত্যেকেরই বাড়ি মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত অমৃতি লালাপুর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে আরো জানা গিয়েছে, একটি মোটরবাইকে করে তিনজন বাড়ি থেকে মিল্কির ভবানীপুর এলাকায় মাসির বাড়িতে ঘুরতে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথেই নিয়ামতপুরের কেষ্টনগর এলাকায় অপর দিক থেকে একটি চার চাকার গাড়ি তাদের সজোরে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই দুইজনের মৃত্যু হয়। আহত হয় আরো একজন। যদিও আহত মৃতদের মাথায় কোনও হেলমেট ছিল না। আহতকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এরপর মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয় ময়নাতদন্তের জন্য। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃতদের পরিবার-সহ গোটা এলাকায়। এদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

অন্যদিকে দ্বিতীয় পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে মালদার ইংলিশ বাজার থানার পলিটেকনিক কলেজের সুলতান নগর রাউতপাড়া এলাকায়। মোটর বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় অনিতা রাউত (৪৭) নামে এক গৃহবধূর। ঘটনায় আহত হয় মোটরবাইক আরোহী সেনাউল শেখ।

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
মঙ্গলনায়ক শপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	মঙ্গলনায়ক শপারস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৭.০৬.২০১৩
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U74900WB2013PTC194754
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১০১, শরৎ পল্লী ফার্স্ট বাই লেন, দক্ষিণ বাকসারা ভিলেজ রোড, হাওড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ ভারত - ৭১১১১০
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১০.০৪.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	০৭.১০.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	বিনয় কুমার সিংঘানিয়া রেজি. নং:IBBI/IPA-001/IP-P00041/2017-18/10102
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	প্রযত্নে বি কে এস অ্যান্ড কোং, ডায়মন্ড হেরিটেজ, ১৬ স্ট্র্যান্ড রোড ইউনিট ৫১৯, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১ ইমেল - binay1@yahoo.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	অফিস - মৌসুমী কোং অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি ১৫বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯ ইমেল : mangalnayakspl@gmail.com binay1@yahoo.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৪.০৪.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	ক. https://ibbi.gov.in/en/home/downloads খ. প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে মঙ্গলনায়ক শপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ১০.০৪.২০২৪।
মঙ্গলনায়ক শপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৪.০৪.২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যে সকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদারের নাম এবং স্বাক্ষর

স্বা/-
বিনয় কুমার সিংঘানিয়া
আইআরপি - মঙ্গলনায়ক শপারস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00041/2017-18/10102
এএফএ নং : AA1/10102/02/291124/106426
বৈধ : ২৯.১১.২০২৪ পর্যন্ত

তারিখ : ১২.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা

পেঁয়াজের গাড়ি থেকে পাঁচ কুইন্টাল গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: জাতীয় সড়কে দুটি গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ ও স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স। বুধবার সন্ধ্যায় বেলদার শ্যামপুরা বাইপাস এলাকায় পুলিশের জালে ধরা পড়ে একটি প্রাইভেট গাড়ি ও একটি লরি। জানা গেছে, লরিতে পেঁয়াজের সঙ্গে প্রায় পাঁচ কুইন্টাল গাঁজা পাচার করা হচ্ছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, গাঁজা-সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বেলদা থানার পুলিশ ও স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স বুধবার সন্ধ্যায় অভিযানে নামে। সন্দেহজনক গাড়ি দুটি আটকে তল্লাশি চালায় তারা। লরিতে পেঁয়াজ বোঝাই করা ছিল। তার ভেতরে থরে থরে সাজানো ছিল গাঁজার প্যাকেট। পুলিশ জানাচ্ছে প্রায় পাঁচশো কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। আইন মোতাবেক পদক্ষেপ করা হবে। ঘটনার সঙ্গে আরো কোনও বড় চক্র জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

শবদাহ করে ফেরার পথে দুর্ঘটনা, মৃত ২, জখম ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: ভোরে জাতীয় সড়কে দুরন্ত গতির বলি দুই। জখম আরও ৬। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোরে উলুবেড়িয়া থানা এলাকার ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে চেকপোস্ট এলাকার ফকির পুকুরের কাছে এক পথ দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়। এবং এই ঘটনায় আরো ছয় জন জখম হয়। জানা গিয়েছে, মৃতদের বাড়ি বাগনানে। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন বাউড়িয়া থেকে শবদাহ করে বাগনানে ফেরার পথে দুটি চারচাকা গাড়ি দ্রুত গতিতে ওভারটেক করতে গিয়ে আড়াআড়ি ধাক্কা লাগে। একটি গাড়ি উল্টে পাল্টে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে। মৃতদের নাম মনোজিৎ ধাড়া (৩৭) ও প্রশান্ত পাঠক (৫৮)। এই ঘটনায় জখম মোট ছয়জন। এদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান শবদাহ সেরে ফেরার পথে একটি গাড়ির চালক হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নয়তো বেশি নেশা করে ছিলেন। যার জেরে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি।

রাস্তা বন্ধ করে ২টি কারখানার গলন্ত লোহার কন্টেনার পারাপারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার বাঁশকোপা মোড় থেকে গোপালপুর যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে ২টি কারখানার মধ্যে গলন্ত লোহা কন্টেনারে করে পারাপার করানোর অভিযোগ উঠল দুটি ইস্পাত কারখানার বিরুদ্ধে। বাঁশকোপা থেকে গোপালপুর গ্রামে ঢোকার প্রধান রাস্তা বন্ধ করে দুই কারখানার মধ্যে কন্টেনার পারাপারের ফলে ক্ষুব্ধ গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুটি কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ ওই রাস্তা দিয়ে গ্রামের মানুষ নিত্যদিন চলাচল করে। প্রতিদিন দু'ঘণ্টা পর পর কন্টেনার পারাপার করানো হয়।

গলন্ত লোহা পারাপার করার সময় যে কোনও মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বিশেষ করে সকাল ১০টা থেকে ওই রাস্তা দিয়ে বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা যাতায়াত করে ফলে দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় আটকে পড়ার কারণে বিদ্যালয়ে পৌঁছতে সময় লেগে যায় তাদের। দুই কারখানার মধ্যে কন্টেনার পারাপার করার সময় দীর্ঘক্ষণ রাস্তা বন্ধ করে রাখা হয়। এর ফলে সমস্যায় পড়তে হয় এলাকার মানুষকেও। এই বিষয়ে প্রশাসনের কাছে তারা লিখিত অভিযোগ জানিয়েও তার কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ। প্রশাসন এই বিষয়ে কোনো নজর দেয় না। রাস্তা পারাপারের কাজ রাতে করলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটার ভয় থাকবে না। তাই দিনের পরিবর্তে সেই কাজ রাতে করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

দিলীপ ঘোষকে নিয়ে মন্তব্যে নারাজ কীর্তি আজাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: দিলীপ ঘোষের সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না, আমার কাছে পাগল লোকের সম্বন্ধে কিছু বলার মতো টাইম নেই, পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়, বর্ধমান কেন্দ্রীয় ইদ কমিটির পক্ষ থেকে বর্ধমানের টাউনহলে বৃহস্পতিবার ইদুল ফিতার নামাজের আয়োজনে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমন মন্তব্য করলেন তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। এদিনের এই ঈদুল ফিতারের নামাজের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান, দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদ, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, তৃণমূলের জেলার যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার সহ অন্যান্যরা।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.০৪.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ৩০.০৪.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১১,০৬,৮৫,৭৬৩.০০ টাকা (এগার কোটি ছয় লাখ পঁচাশি হাজার সাতশ তেষট্টি টাকা)** ০৭.০১.২০১৪ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **পান্নালাল তারকশাউ ইস্পাত প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা) এবং সুরেশ কুমার জয়সওয়াল, অনিশ কুমার জয়সওয়াল, রমেশ কুমার জয়সওয়াল, কলাবতী দেবী শাউ, লালমণি দেবী শাউ, তারক শাউ এবং অরুণ কুমার জয়সওয়াল, জামিনদাতাগণ সহ** কাছ থেকে।
সম্পত্তি নং ১ : সংরক্ষিত মূল্য - **৮৬,০০,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা - **৮,৬০,০০০.০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : **৫০,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি নং ২ : সংরক্ষিত মূল্য - **৮৮,০০,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা - **৮,৮০,০০০.০০ টাকা** এবং ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : **৫০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪এ এবং ৪বি, পরিমাণ মোট ২২৪৪.৮০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে ৫ম তলে, অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা : ৭০০০০৬ থানা : মানিকতলা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত হস্তান্তর দলিল এআরএ -১, কলকাতা, দলিল নং ১-৩৭৬০-২০০৬, যৌথ মালিকানাধীন শ্রী অরুণ কুমার জয়সওয়াল, শ্রী সুরেশ কুমার জয়সওয়াল এবং শ্রীমতি কলাবতী দেবী (পান্নালাল তারকশো ইস্পাৎ প্রা লি এর জামিনদাতা)।
চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে : উত্তরে : পুরসভার সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, এ পি সি রোড, পূর্বে : পঞ্চা বাকুলির প্রেমিসেস, পশ্চিমে : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড।
সম্পত্তি নং ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪সি এবং ৪ডি, মোট এরিয়া পরিমাণ ২৩১৩.১০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত দক্ষিণ এবং উত্তর পশ্চিম দিকে ৫মতলে সংশ্লিষ্ট ভবনে অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি,আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা : ৭০০০০৬,থানা : মানিকতলা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। হস্তান্নত দরির এআরএ-১, কলকাতা, দলিল নং ১-৩৭৫৯-২০০৬ সালের। সম্পত্তি শ্রীমতি লালমণি দেবী শাউ, স্বামী তারক শাউ, শ্রী রমেশ কুমার জয়সওয়াল,পিতা শ্রী তারক শাউ এবং শ্রী অনীশ জয়সওয়াল, পিতা শ্রী তারক শাউ।
চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : পুরসভার সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ২৪৬ডি, এ পি সি রোড, পূর্বে : পঞ্চানন বাকুলির প্রেমিসেস,পশ্চিমে : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৩.০৪.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19484/HKT, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

সম্পত্তি নং ১ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট Sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট SBIN77785910163	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং ২ এর জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট Sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট SBIN77785937628	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ১২.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শুরু হল নন্দেশ্বরের গাজন উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। চৈত্র মাসের শেষ দিকে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে শিব ঠাকুরের গাজন উৎসব। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ ব্লকের গাজন উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রীবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নন্দীগ্রামে নন্দেশ্বরের গাজন উৎসব। কাটোয়া ২ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় গাজন উৎসব হলেও নন্দেশ্বরের গাজন উৎসব ঐতিহ্যপূর্ণ। বহু বছরের পুরনো নন্দেশ্বরের গাজন উৎসব। এইবার সন্ন্যাসী হয়েছে ৬১ জন। ৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে বাবা নন্দেশ্বরের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ। এই সন্ন্যাসীদের দেখভাল করেন তাকে মূলে বলা হয়। সোমনাথ রেজ হল মূলসন্ন্যাসী। বুধবার সন্ন্যাসীদের উত্তরি হয়। রাতে নন্দেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে বোলান গানের আয়োজন করা হয়। গ্রামের যুবকদের সহযোগিতায় একটি দল গঠন করা হয়। এই দলে ১৩ জন সদস্য রয়েছে। একজন ওস্তাদ দলের নেতৃত্ব দেয়। কিছু ছেলে মেয়ে সেজে গান-নাচ করে। বোলান গান দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছিল মন্দির প্রাঙ্গণে। বৃহস্পতিবার সন্ন্যাসীরা গ্রামের নতুন পুকুরে স্নান করে ভট্টাচার্য বাড়ি থেকে শিব ঠাকুরে নিয়ে আসা হয় নন্দেশ্বর মন্দিরে। এইদিন সন্ন্যাসীরা ফল করে

ঢাকের বাজনায় নাচতে নাচতে শিব ঠাকুর মাথায় নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করতে বের হয়। শিব ঠাকুরের গ্রাম পরিক্রমা দেখতে গ্রামের মোড়ে মোড়ে বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছিল। মূলগ্রাম, কুরচিগ্রাম, পোস্টগ্রাম, শ্রীবাটীগ্রামে মানুষদের বাড়ি ঘুরে সন্ধ্যায় নন্দীগ্রামে ফিরে আসার রেওয়াজ রয়েছে। নন্দেশ্বর মন্দিরে নীলের পুজো অনুষ্ঠিত হবে। নীলের পুজোয় শিব ঠাকুরের বিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সন্ন্যাসীরা। গ্রামে চড়ক মেলার আয়োজন করা হয়। এই গাজনে উৎসবে আনন্দে মেতে উঠেছে গ্রামের মানুষেরা।

P-6-AMAR BANGLA 12_04_2024_Layout 1 4/11/2024 9:59 PM Page 1

বৃহস্পতিবার ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে মানকুণ্ডু স্টেশনে ট্রেনে প্রচারের মধ্যে ইদের শুভেচ্ছা বিনিময় লকেট চট্টোপাধ্যায়ের।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি প্রচারের ফাঁকে ব্যান্ডেলে সবজি কিনে বাজার করছেন। ছবি: বনস্পতি দে

সিউড়ি বিধানসভার পাথরচাপুরিতে প্রচারের আগে দাতাবাবার মাজার দর্শন করলেন এবং মাজারে চাদর চড়ালেন বীরভূম লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধর।

তৃণমূল বিরোধী ভোটারদের প্রকাশ্যে হুমকি বিধায়কের, সতর্ক করলেন বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী ভোটারদের প্রকাশ্যে দেখে নেওয়ার হুমকি দিলেন উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট না দিলে ২৬ এপ্রিল কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে যাবার পর চোপড়ায় তার নিজস্ব বাহিনীরাই থাকবে। তখন বিরোধী ভোটারদের কিছু হলে তার সমাধান তিনি করবেন না বলে প্রকাশ্যে জানালেন হামিদুল রহমান। বুধবার দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের চুয়াগাড়ি চৌরঙ্গী মোড়ে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে চোপড়ার বিধায়ক বিরোধী দলের ভোটারদের এমনই হুমকি দিলেন। বিধায়কের এই হুমকিকে ঘিরে জোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হামিদুল রহমানকে হুমকি-টুমকি না দেওয়ার জন্য তিনি সতর্ক করেছে চোপড়ার বিজেপি নেতা বরুণ সিংহ।

উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের মধ্যে সবচাইতে উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা ছিল চোপড়া। বিরোধী সিপিএম, কংগ্রেস মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাবার সময় মিছিলের উপর গুলি, বোম ছোঁড়া হয়েছিল। গুলিবিদ্ধ হয়ে এক সিপিএম কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল। গুলি এবং বোমার আঘাতে বেশ কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। এই ঘটনার পর রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছিল। বিরোধীদের উপর তৃণমূল কংগ্রেসের এই হামলার পর বিরোধীরা কেউ মনোনয়নপত্র দাখিল করতেই পারেননি। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের আসনগুলি জয় লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভা নির্বাচনেও চোপড়ায় বিধানসভা এলাকায় বিরোধীরা কেউ অন্য দলে ভোট না দেন সে বিষয়ে নির্বাচনের আগেই সতর্ক করলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। বুধবার চোপড়া ব্লকের চুয়াগাড়ি চৌরঙ্গী মোড়ে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান বলেন, যে বিরোধী ভোটার তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না ২৬ এপ্রিল ভোটের পর কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে যাবে। থাকবে এলাকার বাহিনী। তারা কিছু করলে তিনি তার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেবেন না। একই সঙ্গে বিধায়ক আরো জানিয়েছেন চোপড়ার প্রতিটি পঞ্চায়েত বিরোধী শূন্য। চোপড়া বিধানসভা এলাকায় প্রতিটি বুথে ৯০ শতাংশ ভোট তৃণমূল কংগ্রেস না পেলে তিনি দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের বসিয়ে দিয়ে দলের নেতাদের দিয়ে এলাকার উন্নয়ন করবেন। পঞ্চায়েত সদস্যদের বুথে লিড দিলেই হবে না, বুথে ৯০ শতাংশ ভোট দলের প্রার্থী গোপাল লামাকে পেতেই হবে। যদি এই কাজ না হয় তবে তিনি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে প্রকাশ্যে মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেছেন। বিধায়কের এই হুমকির পর চোপড়া এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

এবিষয়ে চোপড়ার বিজেপি নেতা বরুন সিংহ জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং লোকসভা নির্বাচন দুটি আলাদা নির্বাচন। নির্বাচনে জোরজার খাটাতে গেলে তার ফল ভালো হবে না।

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর অন্ডাল বিমানবন্দরে এলেন সুরেন্দ্র সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বুধবার আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। প্রার্থী করা হয়েছে সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়াকে। প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার তিনি পৌঁছন নিজের কেন্দ্র আসানসোলে। এদিন বিকালে দিল্লি থেকে বিমানে অন্ডাল বিমানবন্দরে নেমে কর্মী হুডখোলা গাড়িতে চড়ে সমর্থকদের সঙ্গে সড়ক পথে পাড়ি দেন আসানসোল। বিমানবন্দরে প্রার্থীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়, কুলটির দলীয় বিধায়ক অজয় পোদ্দার সহ কর্মী সমর্থক ও পদ্ম ফুলের নেতারা। বিমানবন্দরের বাইরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। বর্তমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হিসেবে তার কাজের খতিয়ান নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে আলুওয়ালিয়া জানান, পাঁচ বছরে এলাকার উন্নয়নে ১৭ কোটি টাকা খরচ করেছি। ওই কেন্দ্রে আগে যিনি তৃণমূলের সাংসদ ছিলেন (মমতাজ সংঘমিতা) তিনি যে টাকা খরচ করতে পারেননি সেই টাকাও ফিরিয়ে এনে উন্নয়নের কাজে খরচ করেছি বলে দাবি করেন তিনি। বলেন, দু-একদিনের মধ্যেই সাংবাদিক সম্মেলন করে সাসংদ হিসেবে কি কাজ করেছি তার খতিয়ান প্রকাশ করব। উল্লেখ্য, রানিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় আসানসোলের পদ্মফুল প্রার্থীর সম্পর্কে আত্মীয় হন। সেই প্রসঙ্গে আলুওয়ালিয়া বলেন, ব্যক্তিগত সম্পর্ক আর রাজনীতি দুটো আলাদা বিষয়। এটিকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। বলেন আমি একটা দল করি ও অন্য একটা দল করে। কে কোন দল করবে সেটা ব্যক্তিগত বিষয়।

নির্মীয়মাণ বহুতলের পুরনো প্রাচীর ভেঙে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

রূপম চট্টোপাধ্যায়

হুগলির নবগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নেতাজি সুভাষ রোডে বৃহস্পতিবার সকালে নির্মীয়মাণ বহুতলের প্রাচীর ভেঙে মৃত্যু হল দুই ব্যক্তির। এদের একজন শ্যামল দাস (৩৮) ঘটনাস্থলেই মারা যান। বৈদ্যবাটির বাসিন্দা শ্যামল প্রমোটার গণেশ দাসের দাদা। অপর নির্মাণ শ্রমিক সোনা শীলকে (৪৫) গুরুতর আহত অবস্থায় উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে প্রথমিক চিকিৎসা পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয়। বছর খানেক আগেই পাশাপাশি দুটি বাড়ি ভেঙে বহুতল তৈরির কাজ শুরু হয়। পিলার ঢালাইয়ে কাজ শেষ হয়েছে সপ্তাহ খানেক আগেই। আজ শুরু হয়েছিল ভিত গাঁথার কাজ। কিন্তু পুরনো প্রাচীরের একাংশে ছিল মিটার সহ বৈদ্যুতিক পোল। ভীতের মাটি ফাঁকা থাকায় ওই প্রাচীরের গায়ে স্তূপ করে রাখা লোহার জাল ও স্টোনচিপে নাড়াচাড়া করতেই ভেঙে পরে ওই পুরনো প্রাচীরের অংশ। ভিতের জন্য খোঁড়া জায়গায় কাজ করছিলেন ওই দুই ব্যক্তি সহ আরও কয়েকজন। ভেঙে পড়া অংশের নিচে চাপা পড়ে শ্যামল ও সোনা।

দুর্ঘটনার জায়গাটি খোদ নবগ্রাম অঞ্চল প্রধান সোমা দাসের গ্রামসভার অন্তর্গত। খবর পেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনা স্থলে ছুটে যান এবং আহতদের উদ্ধার করে অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে হাসপাতালে পাঠান। খবর যায় স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরে। তারা দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। প্রধানের তৎপরতায় ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পৌঁছয়। পঞ্চায়েতের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সিপিআই (এমএল) দলের নির্মাণ শ্রমিক সংগঠনের হুগলি জেলা সম্পাদক প্রদীপ সরকার। নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও প্রমোটারের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন তিনি। অন্যদিকে ভোটের মুখে এই ঘটনায় তৎপরতা শুরু করেছে সিপিএম ও বিজেপি। উত্তরপাড়া থানার পুলিশ মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পরতেই শ্রীরামপুর লোকসভার সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর ও বিজেপি প্রার্থী কুমার শংকর বসু ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তবে স্থানীয় মানুষরা এই ঘটনাটিকে একটি দুর্ঘটনা বলেই দাবি করেছেন। নির্মাণ কাজে স্থানীয় পঞ্চায়েতের নজরদারির অভাবের কথা আশপাশের মানুষরা অস্বীকার করেছেন। তবে বিরোধী রাজনৈতিক মহল এই অঞ্চলের বেআইনি নির্মাণ নিয়ে এতদিন তেমন কিছু না করলেও, এই ঘটনাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে উঠে পড়ে লেগেছে বলে অভিযোগ করেছে স্থানীয় সামাজিক সংগঠন 'গণ উদ্যোগ'।

সন্দেশখালি প্রসঙ্গে ফের মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিলেন দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: 'সন্দেশখালিকে তো বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন মমতা পেরেছিলেন, উনি জানেন যদি এই ভূপতিনগরের সত্যি ঘটনা সামনে আসে তাহলে ভোট করানো লোক থাকবে না তাই এসব নাটক করছেন' এমন মন্তব্য করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। লোকসভা ভোটের রাজনৈতিক লড়াই এখন মধ্য গগনে। রাজ্যের মধ্যে এক হাইভোল্টেজ লোকসভা আসনে পরিণত হয়েছে এই বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র। প্রতিনিয়তই বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সরব। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার বর্ধমানের নারীগ্রামের খামারডাঙা হেল্প সেন্টার ময়দানে প্রাতঃভ্রমণে যান বিজেপি প্রার্থীর দিলীপ ঘোষ, সেখানে প্রাতঃভ্রমণ সেরে নারীগ্রামে চায়ে পে চর্চায় যোগ দিয়ে সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নে ভূপতিনগর নিয়ে একের পর এক মন্তব্য করেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, সন্দেশখালিকে তো মমতা অনেক বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন, পেরেছিলেন কি? উনি জানেন, যদি সঠিক তথ্য বের করে তাহলে ভোট করানোর লোক পাবেন না। তাই এসব করছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি আরো বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের বিরুদ্ধে গেলেই মনে হয় নির্বাচন কমিশন ইডি, সিবিআই সবকিছু ব্যবহার করা হচ্ছে। আর ওনাদের পক্ষে থাকলেই সব কিছু ঠিক। তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদের প্রচার নিয়ে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বলেন, ঘোড়ায় করে ঘুরলে পরিশ্রম হয় নাকি, আমিতো হেঁটে ঘুরি, উনি হাঁটতে পারছেন না তাই ঘোড়ায় উঠেছেন। লোকে বিয়ের সময় ঘোড়ায় ওঠে উনি এখন কেন উঠেছেন বুঝতে পারছি না।

কড়া নজরদারিতে হল কাঁকসার দানবাবা মাজারে ইদের নামাজ পড়ার কার্যক্রম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে প্রতি বছরের মতো এবছরও শান্তিপূর্ণ ভাবে সকাল ৮টায় কাঁকসার দানবাবা মাজারে ইদের নামাজ পড়েন ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা। এদিন নামাজ পড়তে যাতে কোনও রকম সমস্যা না হয় তাই আগে থেকেই গোটা এলাকায় কড়া নজরদারিতে মোতায়েন ছিলেন কাঁকসা থানার পুলিশ কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য সহ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। এদিন ইদের নামাজ শেষে কাঁকসা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে ইমাম ও দানবাবা সেবা কমিটির সদস্যদের হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এদিন ইদের নামাজ শেষে কাঁকসা দানবাবা মাজার প্রাঙ্গণে একে অপরকে ইদের শুভেচ্ছা জানান। এদিন দুর্ঘটনা এড়াতে কাঁকসার পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কে ও কাঁকসা থানা রোডে যান চলাচলে গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

দানবাবা সেবা কমিটির সদস্য পিরু খান জানিয়েছেন, এবছর শান্তিপূর্ণভাবে ইদের নামাজ পড়েছেন সকলে। তবে এদিন মাজারে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা ছাড়াও ভিন্ন ধর্মের মানুষেরাও উপস্থিত ছিলেন। নামাজ শেষের পরে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি সকল ধর্মের মানুষদের নিয়ে আনন্দে দিনটাকে উদযাপন করেন সকলে। এইটাই কাঁকসার ঐতিহ্য। এভাবেই কাঁকসায় সম্প্রীতি বজায় রেখে প্রতি বছর তারা ইদ উৎসবে মেতে ওঠেন।

টাকা নিতে এসে গোবরান্দাতে রহস্যজনক ভাবে যুবকের মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: কাজের টাকা নিতে এসে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল এক ঠিকা শ্রমিকের। মৃত ওই ঠিকা শ্রমিকের নাম মনোজ বাউড়ি (৩৭)। তার বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত তুলসিবাড়ি গ্রামে। মৃতের মেয়ে অনিতা বাউরি ও মৃতের আত্মীয় ভূতনাথ বাউরি বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ রঘুনাথপুর থানায় মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়ে জানান, মনোজ রাঁচিতে ঠিকাদার সংস্থায় কাজ করত। সম্প্রতি সে বাড়ি এসেছিল। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে বের হয় গোবরান্দা ঠিকাদারের সংস্থার অফিসে যাচ্ছে তার কাজের টাকা আনতে। মনোজ সকালে বাড়ি থেকে বের হলেও সে বুধবার রাতে গোবরান্দা মোড়ে ওই ঠিকাদার সংস্থার অফিসে তার কাজের টাকা চাইতে আসে এমনটাই জানা যায়। তারপর আর বাড়ি ফিরে আসেনি সে। বুধবার রাতে গোবরান্দা মোড়ে ঠিকাদারের অফিসের সামনে রাস্তার উপর তাকে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। পুলিশে খবর জানালে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় চেলিয়ামার বাঁন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে ওই হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা নাগাদ রঘুনাথপুর থানার পুলিশ মৃত্যুর আসল কারণ জানতে দেহটিকে রঘুনাথপুর থানা থেকে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

প্রচারে বেরিয়ে ধোঁয়ার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুললেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ধোঁয়ার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুললেন তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। 'মিম'-এর জবাব দিলেন 'রিল' বানিয়ে। লোকসভা নির্বাচন শুরু হচ্ছে আর মাত্র ৮ দিন পরই। তার আগে প্রায় প্রতিদিনই প্রচারের কাজে হুগলির বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেরাচ্ছেন তিনি। বৃহস্পতিবারও সেভাবেই প্রচারের কাজে পৌঁছে গিয়েছিলেন হুগলিতে। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েন রচনা। কারণ

পিছনে দেখা যাচ্ছে একটি চিমনি, যার থেকে বেরোচ্ছে ধোঁয়া। সেটা যে কোনও কারখানার ধোঁয়া, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সেটা দেখে দাঁড়িয়ে রিলও বানিয়ে ফেললেন রচনা। হলুদ চুড়িদার পরে চিমনির সামনে দাঁড়িয়ে রচনা বলেন, 'এটা আমাদের হুগলির ধোঁয়া। যেটা আমি যাতায়াতের পথে সব সময় দেখি। এটা সিগারেট-বিড়ির ধোঁয়া নয়, এটা মেশিনের ধোঁয়া।'

মাটি খুঁড়তে শিবলিঙ্গ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: এলাকার কয়েকজন যুবক মাঠে পিকনিক করার জন্য তাঁবু খাটাতে গিয়েছিল। খোঁড়াখুঁড়ি চলছিল মাটি। কিন্তু হঠাৎই তাদের নজরে আসে এক জায়গায় মাটির নীচে কিছু রয়েছে। কিছুটা খুঁড়তেই বেরিয়ে আসে একটি শিবলিঙ্গ। তখনই আলোড়ন পড়ে যায় এলাকায়। মাটি থেকে বের করা হয়। সিমেন্টের তৈরি একটি শিবলিঙ্গ। বর্ধমানের এগ্রিকালচার ফার্ম সংলগ্ন কল্যাণপুর সাংরাপাড়ায় এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য। স্থানীয় মানুষজন চাইছেন এটি শিব মন্দির তৈরি করে এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতে। স্থানীয় মহিলারা জানিয়েছেন, এই এলাকায় কোনও শিব মন্দির নেই তাই এই শিবলিঙ্গ তারা নতুন মন্দির তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করবেন। এদিন এই শিব লিঙ্গ উদ্ধার হওয়ার পরেই এলাকার মানুষজন জড়ো হয়। মূর্তিটিকে ধূপধুনো, ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজা অর্চনা শুরু করে দেয়।

তৃণমূলের জলছত্র অনুষ্ঠানে দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমান বাঘার ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার তালিত এলাকায় জলছত্র অনুষ্ঠানের মঞ্চে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে দেখা গেল মাইক হাতে। দিলীপ ঘোষের সামনেই দেওয়া হল তৃণমূল কংগ্রেসের স্লোগান। এই বিষয়ে রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস জানান, এটার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই। বিজেপি প্রার্থী কেন যেকোনও রাজনৈতিক দলের প্রার্থী আসতে পারে এবং তার বক্তব্যেও রাখতে পারে। আজকে যারা মিথ্যে কথা বলে কেন্দ্রের কাছে পশ্চিমবাংলার আইন শৃঙ্খলা নিয়ে এবং পশ্চিমবাংলার আইন ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তাদের কাছে এটা একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি আরও বলেন, তৃণমূলের জলছত্র অনুষ্ঠানে দিলীপ বাবু এসেছেন আমরা তাকে স্বাগত জানিয়েছি।

নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইট চ্যানেল জয় করে বাড়ি ফিরলেন কালনার সায়নী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইট চ্যানেল জয় করেছে ইতিমধ্যেই কালনার বারুইপাড়া এলাকার সায়নী দাস। আর বুধবার গভীর রাতে কালনার বারুইপাড়া নিজের বাড়িতে ফিরেছে সে, আর এরপরই এদিন বৃহস্পতিবার সকালে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে, ঠান্ডা কনকনে কনকনে জলে ভয়াবহ সাঁতার কাটার অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন সায়নী। ২ এপ্রিল সকাল ৮.২২ জলে নামে সে, ২৯.৫ কিমি সাঁতার তার সময় লাগে ১১ ঘণ্টা ৫১ মিনিট। তিনি এদিন বলেন, এই চ্যানেলগুলিতে প্রচন্ড ঠান্ডা জল আর এই ঠান্ডা জলে সাঁতার কাটাটাই একটি চ্যালেঞ্জ। এখানের জলের পরিবেশের সঙ্গে ওখানের জলের পরিবেশ মানিয়ে নেওয়াটাই একটি

চ্যালেঞ্জ। তার পরবর্তী লক্ষ্য আয়ারল্যান্ডের নর্থ চ্যানেল। অগস্ট মাসের সেই চ্যানেলে নামবেন তিনি, তার আগে সেখানে যদি তিন মাস অন্ততপক্ষে সেই ঠান্ডা জলে প্র্যাকটিস করা যেত, তাহলে সুইমারদের অনেকটাই সুবিধা হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু বাধা স্পনশার বলেও এদিন জানিয়েছেন তিনি। এরপর পরবর্তী লক্ষ্য আয়ারল্যান্ডের নর্থ চ্যানেল ক্রস করতে পারলেই এশিয়ার মধ্যে প্রথম মহিলা সাঁতারু হিসেবে তার পাঁচটি চ্যানেল ক্রস করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে সে। এদিন বৃহস্পতিবার বাড়ি পৌঁছনর পর থেকেই তার প্রিয় খাবার রান্নার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে তার দিদি। সকালেই এঁচোড়, মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছে সায়নী। সায়নীর বাবা রাধেশ্যাম দাস তিনি জানান, ক্রিকেট ফুটবল ছাড়া অসংখ্য খেলা আমাদের দেশে আছে সেগুলির প্রতি রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহলে এই সমস্ত খেলোয়াড়ের অনেকটাই সুবিধা হবে বলে এদিন জানিয়েছেন তিনি।

আগামী সপ্তাহে মণিপুরে প্রচারে যাচ্ছেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল: আগামী সপ্তাহেই মণিপুরে যাচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সূত্রের খবর, নির্বাচনী প্রচার সারতেই মণিপুরে যাবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। উল্লেখ্য, মণিপুরের তারকা প্রচারকদের তালিকায় রয়েছেন শাহ।

গত বছর মে মাস থেকে জাতি সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠেছিল মণিপুর। প্রাণ হারান শতাধিক মানুষ। মণিপুর ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দেশের রাজনীতি। জ্বলতে থাকা মণিপুরে কেন যাননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সেই প্রশ্ন তোলেন বিরোধীরা। তবে গত জুন মাসে চারদিনের জন্য মণিপুর সফরে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তার পরেও লাগাতার হিংসার ঘটনা ঘটেছে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে।

কিন্তু গত ৪৫ দিনে একবারও কুকি-মেতেই সংঘর্ষের খবর মেলেনি মণিপুর থেকে। জোরকদমে চলছে লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি। দুই দফায় ভোট হবে সেরাজ্য। ১৯ এপ্রিল এবং ২৬ এপ্রিল নির্বাচন হবে মণিপুরে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী টি বসন্ত কুমারকে ইনার মণিপুর কেন্দ্র থেকে টিকিট দিয়েছে বিজেপি। আউটার মণিপুরে অবশ্য প্রার্থী দেয়নি গেরুয়া শিবির। নাগা পিপলস ফ্রন্টের প্রার্থীকেই সমর্থন করবে তারা।

এহেন পরিস্থিতিতেই মণিপুরে যেতে পারেন অমিত শাহ। গত বছরের জুন মাসের পরে এই প্রথমবার সেরাজ্যে যাবেন তিনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিকের কথায়, 'আমাদের জানানো হয়েছে যে ১৫ এপ্রিল মণিপুরে যেতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারও সারবেন।' তবে রাজ্যের কোথায় গিয়ে প্রচার করবেন, কতদিন মণিপুরে থাকবেন শাহ, সেই নিয়ে বিস্তারিত তথ্য মেলেনি।

ইলেক্টোরাল বন্ডের সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশে নারাজ এসবিআই

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল: নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া ইলেক্টোরাল বন্ডের বিস্তারিত তথ্য আরটিআই আইনের অধীনে প্রকাশ করতে অস্বীকার করল এসবিআই। তবে রেকর্ডটি কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যে রয়েছে। স্টেট ব্যাংকের দাবি, এটি ব্যক্তিগত তথ্য রাখার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিরাপদে রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বহু বিতর্কের পর প্রকাশ্যে এসেছে ইলেক্টোরাল বন্ডের তথ্য। কিন্তু তার আগে সুপ্রিম কোর্টের তোপে পড়তে হয় এসবিআইকে। দেখা যায়, বার বার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সমস্ত তথ্য প্রকাশ করছে না রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকটি। তাই সম্পূর্ণ তথ্য জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয় শীর্ষ আদালত। অবশেষে ২১ মার্চ সমস্ত তথ্য জমা দিয়েছিল এসবিআই।

উল্লেখ্য, লোকেশ বাত্রা নামে এক ব্যক্তি আরটিআইয়ের মাধ্যমে এসবিআইকে ডিজিটাল মাধ্যমে

ইলেক্টোরাল বন্ডের সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে বলেন। কিন্তু দুটি কারণ দেখিয়ে সেই তথ্যপ্রকাশে অস্বীকার করল স্টেট ব্যাংক। জানিয়ে দিল তথ্য গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি ও ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখার নিয়ম অনুযায়ী এই তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। সেই সঙ্গে বাত্রার আরও আর্জি ছিল, এসবিআই তাদের হয়ে মামলা লড়ার জন্য হরিশ সালভেকে কত টাকা দিয়েছিল সেটাও জানানো হোক। কিন্তু স্টেট ব্যাংক সেই তথ্যও দেয়নি। জানিয়ে দিয়েছে, সালভের রোজগার করা অর্থ যেহেতু করের আওতায় তাই তা জানানো যাবে না। এদিকে বাত্রা এসবিআইয়ের উত্তরে বিস্ময় প্রকাশ করে জানিয়েছেন, যেখানে সব তথ্যই কমিশনের ওয়েবসাইটে রয়েছে, সেখানে তা প্রকাশ কেন করতে চাইছে না এসবিআই!

হলুদ জ্যাকেটের মাধ্যমে ইউক্রেনকে সমর্থনের অভিযোগ

রাশিয়ার মহিলা সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদ পুলিশের

মস্কো, ১১ এপ্রিল: রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ উঠল রাশিয়ার এক মহিলা সাংবাদিকের বিরুদ্ধে। পুলিশি জেরার ধাক্কাও সামলাতে হল তাঁকে। জানা গিয়েছে, ৩৮ বছর বয়সি ওই মহিলা সাংবাদিকের অ্যান্তোনিডা স্মোলিনা। হলুদ জ্যাকেট পরা নিজের বেশ কয়েকটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন। সেই ছবি দেখেই এক ব্যক্তি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই স্মোলিনার বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। মহিলা সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে শত্রুপক্ষের চিহ্নকে মহিমান্বিত করেছেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে ওই হলুদ জ্যাকেট পরা ছবিটি ঘিরে। কিন্তু হলুদ জ্যাকেটে কেন আপত্তি? আসলে ইউক্রেনের পতাকার রং নীল আর হলুদ। স্মোলিনার পোস্টে ওই দুটো রংই খুব বেশি করে ফুটে উঠেছিল। সেখান থেকেই প্রশ্ন উঠেছে, ইউক্রেনের পতাকার রঙের ছবি কেন নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছেন ওই মহিলা সাংবাদিক? এই মর্মেই পুলিশেও অভিযোগ দায়ের করেন ভ্যালেরি পি নামে এক ব্যক্তি। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই স্মোলিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। গোটা ঘটনায় স্তম্ভিত রাশিয়ার নেটদুনিয়া। সামান্য একটি ছবিতে এভাবে রাজনীতির রং লাগতে পারে, সেটা দেখেই অবাক সকলে।

ওডিশা পুলিশকর্মীদের শরীরে উল্কি নিয়ে নির্দেশিকা

ভুবনেশ্বর, ১১ এপ্রিল: শরীরে উল্কি থাকলে তা অবিলম্বে সরিয়ে ফেলতে হবে। রাজ্যের সমস্ত পুলিশকর্মী এবং আধিকারিকদের এমনটাই নির্দেশ দিল ওডিশা সরকার। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশদের। বলা হয়েছে, পুলিশে কর্মরত কোনও ব্যক্তির শরীরের দৃশ্যমান কোনও জায়গায় যদি উল্কি (ট্যাটু) থাকে, তা সরিয়ে ফেলতে হবে। উল্কি সরানোর জন্য ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়েছে।

ওডিশার টুইন সিটি কমিশনারেট পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (নিরাপত্তা) এ বিষয়ে বিবৃতি জারি করেছেন। সেখানে জানানো হয়েছে, উর্দিধারী আধিকারিকদের গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে উল্কি সরানোর নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। শরীরের কোনও দৃশ্যমান অঙ্গে উল্কি নিয়ে তাই কেউ পুলিশের চাকরি করতে পারবেন না। মূলত ভুবনেশ্বর এবং কটকের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে টুইন সিটি কমিশনারেট। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'পুলিশের অনেককেই আজকাল শরীরে উল্কি নিয়ে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। এতে ওডিশা পুলিশের ভাবমূর্তি কলুষিত হচ্ছে। কারণ এই উল্কিগুলি আপত্তিকর, অশ্লীল এবং অবমাননাকর। এ বিষয়ে বিশদে আলোচনার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পুলিশের উর্দি পরার পর কারও দেহে উল্কি দেখা গেলে তা বরদাস্ত করা হবে না। বিবৃতি জারির দিন থেকেই এই নির্দেশ কার্যকর হবে।' যাঁদের শরীরে ইতিমধ্যে উল্কি রয়েছে, তাঁদের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। উল্কি সরানোর জন্য ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়েছে তাঁদের।

ওডিশা পুলিশের বিবৃতি অনুযায়ী, কোনও পুলিশকর্মী বা আধিকারিক যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শরীর থেকে উল্কি সরাতে না পারেন, তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপও করবেন কর্তৃপক্ষ। ওই বিবৃতিতেই পেশাদারিত্বের খাতিরে পুলিশকর্মীদের হাত, মুখ, ঘাড়ের মতো জায়গায় উল্কি আঁকা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ডেপুটি কমিশনার।

পৃথিবীকে বাঁচাতে মানুষের হাতে সময় মাত্র ২ বছর: সাইমন স্টিল

সানফ্রান্সিসকো, ১১ এপ্রিল: 'বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে পৃথিবী। পরিস্থিতি অবহেলা করলে আগামী দিনে এর বড় মাশুল গুনতে হতে পারে। পৃথিবীকে বাঁচাতে আমাদের হাতে মাত্র ২ বছর বাকি, বিশ্ব উষ্ণায়ন সংক্রান্ত আলোচনায় এমনটাই জানালেন রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু বিষয়ক প্রধান সাইমন স্টিল। পাশাপাশি পৃথিবীকে বাঁচাতে সকলকে এগিয়ে আসার বার্তা দিয়ে সাইমন বলেন, 'দেশের সরকার থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা ও উন্নয়ন ব্যাংকগুলিকে একজোট হয়ে কাজ করতে হবে।'

লন্ডনের চ্যাথাম হাউস থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাইমন বলেন, পৃথিবীকে রক্ষা করতে গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমণ কমানোর সুযোগ আমাদের হাতে এখনও রয়েছে। তবে তার জন্য আমাদের সঠিক পরিকল্পনা করে এগোতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিশ্বকে বাঁচাতে হাতে সময় মাত্র ২ বছর। আপনি যদি প্রশ্ন করেন কার হাতে এই দু'বছর সময়? এর উত্তর হল, আমাদের প্রত্যেকের হাতে এই সময়টাই বরাদ্দ। তাঁর কথায়, গোটা বিশ্বের প্রতিটি মানুষ বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব অনুভব করছেন। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে এবিষয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার ডাক দিয়ে তিনি জানান, বিশ্বের বিভিন্ন এজেন্ডা থেকে জলবায়ু সংকটের মতো বিষয় সরে যাচ্ছে। যা চিন্তার বিষয় বলে দাবি সাইমনের। তিনি জানান, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ক্ষতিকারক জ্বালানির পরিবর্তে গ্রিন এনার্জির পথ ধরে এগোতে হবে। পাশাপাশি, মূল কাজ ফেলে রাজনৈতিক নেতাদের একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপানোর পদ্ধতি এবার ছাড়তে হবে বলে জানান সাইমন। তাঁর কথায়, কারও ঘাড়ে দোষ চাপানো কৌশল হতে পারে না। আবার জলবায়ুর বিষয়কে সরিয়ে রাখাও সংকটের সমাধান হতে পারে না। সকলকে এক জোট হয়ে কাজ করতে হবে। প্রতিটি দেশকে তাদের পরিকল্পনা পেশ করতে হবে। একইসঙ্গে জানান, তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিশ্বের ৮০ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ করে প্রতিটি জি ২০-এর সদস্যভুক্ত দেশগুলি।

উল্লেখ্য, গোটা বিশ্বজুড়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রেকর্ড ভাঙা তাপপ্রবাহ। সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, চলতি বছরের মার্চ মাস ছিল রেকর্ড উষ্ণতম মাস। পরপর ১০ মাস বিশ্বজুড়ে গড় তাপমাত্রা আরও বেড়েছে। এহেন পরিস্থিতির মাঝে রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু বিষয়ক প্রধান সাইমন স্টিলের সতর্কবার্তা নিশ্চিতভাবেই উদ্বেগের বিষয় গোটা বিশ্বের কাছে।

পছন্দের জুতো পরে ট্রোলিংয়ের শিকার সুনাক, ক্ষমা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

লন্ডন, ১১ এপ্রিল: অ্যাডিডাসের জুতো পরে বিপাকে ঋষি সুনাক। একটি সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময়ে বিখ্যাত সংস্থাটির জুতো পরেছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। সেই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই নেটদুনিয়ায় ব্যাপক ট্রোলিংয়ের শিকার হন সুনাক। গোটা বিষয়টি নিয়ে ক্ষমাও চাইতে হয় তাঁকে।

বিখ্যাত জুতো প্রস্তুতকারী সংস্থার জুতো পরে সাক্ষাৎকার দিতে বসেছিলেন কনজারভেটিভ পার্টির নেতা। সাদা শার্ট-কালো প্যান্টের সঙ্গে ধূসর, সাদা আর নীল রঙের মিশেলে জুতো পরেছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। দেশের কর পরিকাঠামো নিয়ে কথা বলতে শোনা যায় তাঁকে। কিন্তু সাক্ষাৎকারের ভিডিও প্রকাশ্য আসার পর থেকেই নেটদুনিয়ার নজর কেড়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর জুতোজোড়া। সেখান থেকেই নেটিজেনদের তোপের মুখে পড়েছেন সুনাক।

জুতো পরার জন্য কেন তোপের মুখে পড়লেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী? ফ্যাশন বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যাডিডাসের সামবাস জুতোটি যথেষ্ট ঐতিহ্যবাহী। এমনকী জুতোর দুনিয়ায় কিংবদন্তীও বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর আচরণে নষ্ট হয়েছে এই জুতোর মর্যাদা। কেবল সোশ্যাল মিডিয়া নয়,

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমেরও কটাক্ষ উড়ে এসেছে সুনাকের দিকে। এই সংবাদপত্রের দাবি, ঐতিহ্যবাহী এই জুতো পরে আসলে নিজেকে তরুণ আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর নেতা হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে চাইছেন সুনাক। তাতেই এই জুতোর গরিমা নষ্ট হচ্ছে।

লাগাতার বিতর্কের মধ্যে পড়ে অবশ্য ক্ষমা চেয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। একটি রেডিও চ্যানেলে তিনি বলেন, অ্যাডিডাস সামবাস পছন্দ করেন যাঁরা, সকলের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। শুধু এটাই বলতে চাই যে, বহুদিন ধরেই অ্যাডিডাসের জুতো পরি আমি। একবার বড়দিনের উপহারে এই জুতো দিয়েছিল আমার ভাই। তার পর থেকে আমি অনেকবারই অ্যাডিডাসের জুতো পরেছি। তবে তাঁর পোশাকের দিকে এভাবে খেয়াল রেখেছেন আমজনতা, সেটা দেখে অবাক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

পুলওয়ামায় নিহত শ্রীনগরের এক জঙ্গি

শ্রীনগর, ১১ এপ্রিল: নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে নিহত এক জঙ্গি। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার মুরান এলাকায় জঙ্গিদমন অভিযান শুরু করে নিরাপত্তাবাহিনী। ফ্রাসিপোরায় গুলিতে মারা যান এক জঙ্গি।

বিশেষ সূত্রে নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে খবর আসে যে, পুলওয়ামার ওই এলাকায় লুকিয়ে রয়েছেন জঙ্গিরা। তার পরেই মুরান এলাকায় প্রবেশ এবং প্রস্থানের সব ক'টি পথ বন্ধ করা হয়। ভোরবেলায় শুরু হয় অভিযান। নিরাপত্তাবাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় তল্লাশি অভিযানের সময় জঙ্গিরা জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন জঙ্গিরা। পাল্টা গুলি ছোড়ে বাহিনীও।

বৃহস্পতিবার সকালে নিহত জঙ্গির দেহ উদ্ধার করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। মনে করা হচ্ছে, ওই এলাকায় আরও জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছেন। তাঁদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। তবে গোলাগুলি থেমেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত জঙ্গির নাম দানিশ। তিনি শ্রীনগরের এল্লাহিবাগের বাসিন্দা। গত মার্চ থেকে নিখোঁজ ছিল। সূত্রের খবর, প্রায় দু'বছর পর নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে খুন হলেন শ্রীনগরের কোনও জঙ্গি। দিন কয়েক আগেই বারামুল্লা জেলার উরিতে জঙ্গি অনুপ্রবেশ আটকে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিল জঙ্গিরা। জওয়ানের গুলিতে নিহত হন এক জঙ্গি।

ন্যাশনাল হেরাল্ডের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তে সায় পিএমএলএ-র

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল: গত বছর নভেম্বরে মাসে ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় ৭৫১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। এবার কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কিত ওই সংস্থার বিপুল অঙ্কের সম্পত্তি সাময়িক বাজেয়াপ্তের সিদ্ধান্তে সায় দিল বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইন বিষয়ক বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ।

ইতিমধ্যে আয়কর নোটিসে জেরবার কংগ্রেস। ১৭০০ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে দেশের প্রধান বিরোধী দলকে। আয়কর সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের প্রধান ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছে আয়কর বিভাগ। এবার পিএমএলএ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেসের বিড়ম্বনা বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, পিএমএলএ-র নির্দেশে বলা হয়েছে, যে সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এবং ইক্যুইটি শেয়ার বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি, তা বেআইনি পথে আয় এবং অর্থ পাচারের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত।

উল্লেখ্য, ইডি বাজেয়াপ্ত করেছিল দিল্লির ঐতিহ্যবাহী হেরাল্ড হাউস, মুম্বইয়ের হেরাল্ড হাউস এবং লখনউয়ের নেহরু ভবন ইত্যাদি সম্পত্তি। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধিদের একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। ন্যাশনাল হেরাল্ডের দপ্তরেও তল্লাশি চালিয়েছে।

নাম না করে আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়াকেই হুঁশিয়ারি কিমের

পিয়ংইয়ং, ১১ এপ্রিল: দু'বছর পেরিয়ে গেলেও কোনও রফাসূত্রে মেলেনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের। ছয় মাস করেও চলছে হামাস বনাম ইজরায়েল সংঘাত। দুই লড়াইয়েই হানাহানি, মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। এই আবহে ফের যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিয়ে দিলেন উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উন! সেদেশের সেনাবাহিনীকে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এটাই সঠিক সময়। এখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সমর বিশ্লেষকদের মতে, নাম না করে আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়াকেই চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কিম। কিমের প্রয়াত বাবার নামে তৈরি করা হয়েছে কিম জং টু ইউনিভার্সিটি অফ মিলিটারি অ্যান্ড পলিটিক্স। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপর্যায়ে

সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বুধবার সেখানে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান। সেখানকার পড়ুয়া ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বর্তমানে যা দেশের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাতে আমাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। শত্রুরা যদি যুদ্ধের পথ বেছে নেয় তাহলে আমরা কোনও দ্বিধা করব না। আমরা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব। শত্রুদের মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নাম না করলেও কিম শত্রু বলতে দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকাকেই ইঙ্গিত করেছেন। এই দুই দেশের যৌথ সামরিক মহড়া তিনি বেজায় চটেছেন। এর আগে যতবার ওয়াশিংটন ও সিওল যৌথ মহড়া করেছে তার জবাব দিতে সাগরে মিসাইল ছুঁড়েছে।

সূত্রে খবর, প্রতিপক্ষকে যোগ্য জবাব দিতে নিজেদের অস্ত্রাগার সম্প্রসারণ করছে উত্তর কোরিয়া। উন্নত যুদ্ধাস্ত্রের পরীক্ষা চলছে। গত জানুয়ারি মাসে একাধিকবার সাগরে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে পিয়ংইয়ং। বলে রাখা ভালো, গত বছরের ডিসেম্বরে শত্রু দেশে পরমাণু হামলার হুমকি দিয়েছিলেন কিম। তাঁর সাফ বার্তা ছিল, প্রতিপক্ষ যদি পরমাণু অস্ত্রের আস্ফালন করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে তাহলে আক্রমণ শানাতে পিছপা হবে না উত্তর কোরিয়া। আন্তর্জাতিক মহলের উদ্বেগ বাড়িয়ে রেকর্ড হারে অস্ত্রের পরীক্ষানিরিক্ষা চালাচ্ছেন কিম।

উল্লেখ্য, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অস্ত্রশস্ত্র ও মিসাইল তৈরি হচ্ছে উত্তর কোরিয়ায়। গোটা পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন সর্বাধিনায়ক কিম। নিজেই ঘুরে দেখছেন বিভিন্ন অস্ত্র তৈরির কারখানা। কৌশলগত দিক থেকে ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকাই এখন উত্তর কোরিয়ার লক্ষ্য।

তিহারের ভিতরেই এবার কেসিআর কন্যাকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল: ইডির পর এবার সিবিআই-ও গ্রেপ্তার করল কেসিআর কন্যা কে কবিতাকে। তিহার জেলের ভিতর থেকে এ বার গ্রেপ্তার করল সিবিআই। এর আগে জেলের ভিতরেই কবিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। তার পর বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। দিল্লির আবগারি 'দুর্নীতি' মামলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি আর্থিক তছরুপের অভিযোগে কবিতাকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই।

দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় গত ১৫ মার্চ দুপুরে কবিতার হায়দরাবাদের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। চলে তল্লাশি এবং জিজ্ঞাসাবাদ। তার পর বিকেলে বাড়ি থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়। ইডির গ্রেপ্তারি 'বেআইনি' বলে দাবি করেন কবিতা। গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিলেন তিনি। তবে শীর্ষ আদালত তাঁর আবেদনে সাড়া দেয়নি। নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।

দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডি গত ১৫ মার্চ কবিতার হায়দরাবাদের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেই সঙ্গে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। পরে বিকেলে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। দাবি, আপ নেতা ও দিল্লির প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া আবগারি নীতির পরিবর্তন করে দক্ষিণ ভারতে যে ব্যবসায়িক সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন, তার ৬৫ শতাংশের মালিক এই কবিতা। অন্যায়ভাবে সুবিধা পেতে তিনি আপ নেতাদের ১০০ কোটি টাকা দেন বলেও অভিযোগ ইডির।

এর পর নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন কবিতা। তাঁর ১৬ বছরের পুত্র পরীক্ষা দেবে। এই সময়ে তার মায়ের সাহায্য প্রয়োজন। নিম্ন আদালতে এই যুক্তি দিয়েই অন্তর্বর্তীকালীন জামিন চেয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। গত মঙ্গলবার কবিতাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। তার মাঝেই আবার তাঁকে

বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ১৯৭ রান তাড়া করতে নেমে মুম্বইের রান ২ ওভারে বিনা উইকেটে ৯

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। প্লে-অফের লড়াইয়ে টিকে থাকতে এই ম্যাচ দু'দলের কাছেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ৩৪ বলে ৬৯ রান করে আউট হয়ে গেলেন ঈশান কিশন। কিন্তু দলকে ভাল শুরু দিয়ে গেলেন তিনি।

খুব ভাল ব্যাট করছেন মুম্বইয়ের দুই ওপেনার। ঈশান ৫৫ ও রোহিত শর্মা ১৫ রানে ব্যাট করছেন। পাওয়ার প্লে কাজে লাগিয়ে অর্ধশতরান করলেন ঈশান। ২৩ বলে ৫০ করলেন তিনি। পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই অর্ধশতরান করলেন তিনি।

২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৯৬ রানে শেষ বেঙ্গালুরুর ইনিংস। কার্তিক ৫৩ রানে অপরাজিত থাকলেন। ২২ বলে অর্ধশতরান করলেন দীনেশ কার্তিক। পরের বলেই বিজয়কুমার বৈশাখকে আউট করলেন বুমরা। নিজের পঞ্চম উইকেট নিলেন তিনি। বল হাতে দুর্দান্ত বুমরা। তাঁর বাউন্সার বুঝতে না পেরে আউট হলেন সৌরভ চৌহান। সাত নম্বর উইকেট হারাল বেঙ্গালুরু। মহীপাল লোমরোরকে শূন্য রানে আউট করলেন বুমরা। নিজের তৃতীয় উইকেট নিলেন তিনি।

কোহলির পরে ডুপ্লেসিকেও আউট করলেন বুমরা। ৪০ বলে ৬১ রান করে ফিরলেন তিনি। ১৫৩ রানে পঞ্চম উইকেট হারাল বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক। ডুপ্লেসি ৫৯ ও দীনেশ কার্তিক ২২ রানে খেলছেন। শেষ চার ওভারে যত বেশি সম্ভব রান করার চেষ্টা করছেন দুই ব্যাটার। দলকে টানছেন অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি। মরসুমে প্রথম অর্ধশতরান করলেন তিনি। ৩৩ বলে ৫০ করেছেন ডুপ্লেসি।

আরও একটি ম্যাচে হতাশ করলেন ম্যাক্সওয়েল। শ্রেয়স গোপালের বলে শূন্য রানে আউট হয়ে ফিরলেন তিনি।

অর্ধশতরান করে আউট পাটীদার। কোয়েৎজ্‌রি বলে আউট হলেন তিনি। ১০৫ বলে তৃতীয় উইকেট হারাল বেঙ্গালুরু। ভাল খেলছেন রজত পাটীদার। জেরাল্ড কোয়েৎজ্‌কে পর পর দু'টি ছক্কা মেরে ৫০ রান করেছেন তিনি। অর্ধশতরান করতে ২৫ বল নিয়েছেন তিনি। দলের রানতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ডুপ্লেসি ও পাটীদার। ডুপ্লেসি ৩৮ ও পাটীদার ২৬ রানে ব্যাট করছেন।

৪ গোলে সুনীলদের উড়িয়ে দিল মোহনবাগান

শিল্ড জয়ের লক্ষ্যে সোমবার যুবভারতীতে 'ফাইনাল'

নিজস্ব প্রতিবেদন: কার্যত সেমিফাইনাল খেলতে নেমেছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। বেঙ্গালুরুর মাঠে বেঙ্গালুরু এফসি-কে সেই ম্যাচে ৪ গোলে উড়িয়ে দিল সবুজ-মেরুন। সুনীল ছেত্রী পেনাল্টি থেকে গোল করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু গোলের মুখ খুলতে পারেননি। বেঙ্গালুরুও পারেনি। ম্যাচের ফল মোহনবাগানের পক্ষে ৪-০। লিগ-শিল্ড জয়ের লড়াইয়ে থাকতে হলে মোহনবাগানকে বৃহস্পতিবার জিততেই হত। এমন ম্যাচে বেঞ্চে কোচ আন্তেনিয়ো লোপেজ ছিলেন না। তাঁর শরীর এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি। তাতে মোহনবাগানের যদিও অসুবিধা হয়নি। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণ করছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোসেরা। গোলের মুখ প্রথম খোলে ১৭ মিনিটে। পেত্রাতোসের কর্নার থেকে আসা বলে বাঁ পায়ে ভলি মেরেছিলেন হেক্টর ইয়ুস্তে। কিন্তু প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হন। বল লাগে ক্রসবারে। ফিরতি বলে ডান পায়ে শট নেন তিনি। এ বার আর গোল করতে ভুল করেননি।

পরের ১০ মিনিট বেঙ্গালুরুর উপর চেপে বসেছিল মোহনবাগান। একের পর এক আক্রমণ সামলাতে হচ্ছিল বেঙ্গালুরুর রক্ষণভাগকে। কিন্তু মোহনবাগান সেই সময় গোল করতে পারেনি। বরং ৩৯ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি পেয়ে যায় বেঙ্গালুরু। ছেত্রীকে বক্সের মধ্যে আটকাতে গিয়ে ফাউল করে ফেলেছিলেন আনওয়ার আলি। হলুদ কার্ড দেখেন আনওয়ার। কিন্তু সেই পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারেননি ছেত্রী। বল লাগে ক্রসবারে।

বেঙ্গালুরু গোটা ম্যাচেই আর গোলের মুখ খুলতে পারল না। প্রথমার্ধ ১-০ গোলে শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে দেয় মোহনবাগান। ৫১ মিনিটের মাথায় দ্বিতীয় গোল সবুজ-মেরুনের। মনবীর সিংহ গোল করেন। বেঙ্গালুরুর গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিংহের হাতের তলা দিয়ে বল ঢুকিয়ে দেন তিনি। গোলের পাসটি বাড়িয়ে ছিলেন জনি কাউকো। তিন মিনিটের মধ্যে ৩-০ এগিয়ে যায় মোহনবাগান। এ বার গোল করেন অনিরুদ্ধ থাপা। কাউকো গোলমুখী শট নিয়েছিলেন। সেই বল আটকে দেন গুরপ্রীত। ফিরতি বলে ধরে পেত্রাতোস পাস বাড়িয়ে দেন থাপাকে। গোল করতে ভুল করেননি তিনি।

বেঙ্গালুরুর কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন আর্মান্দো সাদিকু। বেঙ্গালুরুর রক্ষণভাগ নিয়ে তখন ছিনিমিনি খেলছে মোহনবাগান। গুরপ্রীতকে দেখেও মনে হচ্ছে না তিনি দেশের সেরা গোলরক্ষক। বক্সের মধ্যে বল পেয়েছিলেন মনবীর। তিনি পাস বাড়িয়ে দেন সাদিকুকে। গুরপ্রীত তখন মনবীরকে আটকাতে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। ফাঁকা গোলে বল জালে জড়িয়ে দেন সাদিকু। মোহনবাগান ৪-০ গোলে এগিয়ে যায়।

এই জয়ের ফলে ২১ ম্যাচে মোহনবাগান পেল ৪৫ পয়েন্ট। লিগে দ্বিতীয় স্থানে তারা। মুম্বই সিটি একই সংখ্যক ম্যাচ খেলে পেয়েছে ৪৭ পয়েন্ট। শীর্ষে রয়েছে। এই দুই দলের ম্যাচ রয়েছে ১৫ এপ্রিল। লিগ-শিল্ড জয়ের ক্ষেত্রে ওই ম্যাচই এখন নির্ণায়ক।

ধোনির নাম ভাঙিয়ে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা, মাহির অভিযোগের পর গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনুমতি ছাড়াই তাঁর ছবি এবং নাম ব্যবহার করে ব্যবসা করায় আগেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হল ব্যবসায়ী মিহির দিবাকরকে। মঙ্গলবার তাঁকে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে জয়পুর পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬, ৪২০, ৪৬৭, ৪৭১ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

অতীতে রাঁচীর জেলা আদালতে দিবাকরের সংস্থা আর্কা স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন ধোনি। তাঁর অভিযোগ ছিল, ওই সংস্থার সঙ্গে ২০২১ সালেই তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তার পরেও দিবাকর এবং তাঁর স্ত্রী সৌম্যা দাস ধোনির নাম এবং ছবি ব্যবহার করে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি চালাচ্ছেন এবং মুনাফা করছেন।

সম্প্রতি জয়পুরে একটি অ্যাকাডেমি খুলেছিলেন দিবাকর। ভারতের বিভিন্ন শহর এবং বিদেশেও তাঁর অ্যাকাডেমি রয়েছে। প্রায় প্রতিটি জায়গাতেই ধোনির নাম ব্যবহার করে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি আদায় করেছেন তিনি। তার মধ্যে এমএস ধোনি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি এবং এমএস ধোনি স্পোর্টস অ্যাকাডেমির নাম ভাঙিয়ে ১৫ কোটি টাকার মুনাফা করেছেন। অতীতে দিবাকর ধোনির ব্যবসায়িক অংশীদার হলেও সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর ধোনি তাঁর নাম ব্যবহার করতে বারণ করেছিলেন। তা শোনেননি দিবাকর।

পুলিশ সূত্রে খবর, নয়ডার গৌতম বুদ্ধ নগর থেকে প্রথমে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তার পরে জয়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়। জয়পুরের পুলিশ কমিশনার বিজু জর্জ জোসেফের দাবি, গান্ধী পথ এলাকায় একটি অ্যাকাডেমি খুলে ধোনির নাম ব্যবহার করে প্রচুর টাকা তুলেছেন দিবাকর।

হারের পর আরও চাপে সঞ্জু, গুজরাত ম্যাচের পর শাস্তি পেলেন রাজস্থানের অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুজরাতের কাছে কার্যত জেতা ম্যাচ হেরে গিয়েছে রাজস্থান। আইপিএলে বুধবার শেষ দিকে নিয়ন্ত্রিত বোলিং না করায় হারতে হয়েছে রাজস্থানকে। তার পরেও চাপ কমল না সঞ্জু স্যামসনের। ম্যাচের পর শাস্তি পেলেন রাজস্থানের অধিনায়ক। মন্থর ওভার রেটের কারণে ১২ লাখ টাকা জরিমানা হয়েছে তাঁর।

টানা চার ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে রাজস্থানের। গুজরাত জিতেছে তিন উইকেটে। এমনিতেই বৃষ্টির কারণে টস হতে দেরি হয়। তার উপর মন্থর ওভার রেটের কারণে খেলা শেষ হতে হতে প্রায় মধ্যরাত হয়ে যায়। আইপিএলের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, যে হেতু এটা এই ধরনের প্রথম অপরাধ, তাই সর্বনিম্ন জরিমানা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ হলে আরও বেশি জরিমানা, এমনকি নির্বাসনও হতে পারে।

সঞ্জু নিজে ম্যাচে ভালই খেলেন। ৩৮ বলে ৬৮ রান করেন। রাজস্থান ১৯৬ রান তোলে। কিন্তু শুভমন গিলের ব্যাটিং এবং শেষ দিকে রশিদ খানের ইনিংস গুজরাতকে ম্যাচ জিতিয়ে দেয়। ম্যাচের পর সঞ্জু বলেন, অশেষ বলে ম্যাচটা হেরে গেলাম। এখন কথা বলা খুব কঠিন। দল হেরে গেলে যে কোনও অধিনায়কের পক্ষেই বলা কঠিন যে কেন হেরেছি। আবেগ শান্ত হলে হয়তো বলতে পারব কেন হারতে হয়েছে। গুজরাতকে শুভেচ্ছা জেতার জন্য। আশা করি এই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে এগিয়ে যাব।

মালিক অম্বানীর গাড়িতে চেপে অনুশীলনে রোহিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার আইপিএলে মুখোমুখি হতে চলেছে বেঙ্গালুরু এবং মুম্বই। দু'-এক বছর আগে এই লড়াই ছিল বিরাট কোহলি বনাম রোহিত শর্মার। এখন আর কেউই অধিনায়ক নন। তবে দু'জনেই দলের কেন্দ্রীয় চরিত্র। স্বাভাবিক ভাবেই উত্তেজনা রয়েছে। কোহলিদের বিরুদ্ধে সেই লড়াইয়ের আগে রোহিতকে দেখা গেল দলের মালিকের গাড়িতে অনুশীলনে যেতে। বুধবার তোলা সেই ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। মুম্বই দলের অন্যতম মালিক আকাশ অম্বানীর গাড়িতে চেপে বুধবার অনুশীলন করতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে যান রোহিত। চালকের পাশের আসনে বসেছিলেন প্রাক্তন মুম্বই অধিনায়ক। রোহিতকে দেখতে পেয়েই সমর্থকেরা ছেঁকে ধরেন তাঁকে। রোহিত অবশ্য সমর্থকদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে গাড়ি নিয়ে স্টেডিয়ামের ভেতরে ঢুকে যান। তবে আচমকা কেন মালিকের গাড়িতে তিনি অনুশীলনে গেলেন তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

এ বছর রোহিতকে সরিয়ে হার্দিককে অধিনায়ক করেছে মুম্বই। গুজরাত থেকে হার্দিককে ভাঙিয়ে আনার নেপথ্যে অন্যতম ভূমিকা ছিল মালিক নীতা অম্বানীর।

হার্দিক, ক্রুণালের সঙ্গে কয়েক কোটি টাকার প্রতারণা, গ্রেফতার পাণ্ড্যদের সৎভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলে নিজেদের দলের হয়ে চুটিয়ে খেলছেন হার্দিক এবং ক্রুণাল পাণ্ড্য। হার্দিক যেমন মুম্বই দলে ফিরে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তেমনই ক্রুণাল লখনউ সুপার জায়ান্টের হয়ে ম্যাচ জেতাচ্ছেন। এর মাঝেই দুই ভাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হল তাঁদের সৎভাই বৈভব পাণ্ড্যকে। দুই ক্রিকেটারেরই অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে ৪.৩ কোটি টাকার প্রতারণা করেছেন বৈভব। প্রতারণা এবং জালিয়াতির অভিযোগে বৈভবকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিশ।

২০২১ সালে তিন ভাই যৌথ ভাবে পলিমার ব্যবসা গড়ে তোলেন। চুক্তি অনুযায়ী হার্দিক এবং ক্রুণাল ৪০ শতাংশ করে টাকা বিনিয়োগ করার কথা ছিল। বৈভবের ২০ শতাংশ বিনিয়োগের কথা ছিল। যা লাভ হবে তা-ও একই ভাবে বণ্টনের কথা ছিল। কিন্তু বৈভব একই ব্যবসা করার জন্য চুক্তি ভেঙে অন্য একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। হার্দিক বা ক্রুণালকে কিছু জানাননি।

পুলিশের দাবি, তিন ভাইয়ের আসল সংস্থার লাভ এক ধাক্কায় অনেকটা কমে যায়। প্রায় তিন কোটি টাকার ক্ষতি হয়। কিন্তু বৈভবের লাভ বেড়ে যায় রাতারাতি। ২০ শতাংশ থেকে তাঁর লাভ বেড়ে ৩৩.৩ শতাংশ হয়ে যায়। এতে ক্ষতির মুখে পড়েন হার্দিক এবং ক্রুণাল। শুধু তা-ই নয়, যৌথ ব্যবসার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তিনি অবৈধ ভাবে নিজের অ্যাকাউন্টে এক কোটি টাকা সরিয়ে নেন। দুই ভাই অভিযোগ করলে তাঁদের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার হুমকি দেন। এর পরেই থানায় অভিযোগ করেন হার্দিক, ক্রুণাল। সেই অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে বৈভবকে।

গুজরাতের জয়ে নজির শুভমনের কোহলির রেকর্ড ভেঙে দিলেন ভারতীয় ওপেনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে গুজরাতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন শুভমন গিল। ওপেন করতে নেমে তাঁর করা ৪৪ বলে ৭২ রানের ইনিংস গুজরাতকে জিততে সাহায্য করেছে। সেই ইনিংসের সাহায্যে একাধিক নজিরও ভেঙে দিয়েছেন শুভমন। তার মধ্যে কোহলির একটি রেকর্ড ভেঙে আইপিএলে ইতিহাস তৈরি করেছেন গুজরাতের অধিনায়ক।

আইপিএলে সবচেয়ে কম বয়সে ৩০০০ রান করার নিরিখে কোহলির নজির ভেঙেছেন শুভমন। ২৪ বছর ২১৫ দিন বয়সে এই নজির গড়েছেন তিনি। কোহলি এই নজির গড়েছিলেন ২৬ বছর ১৮৬ দিন বয়সে। এত দিন সেটাই ছিল সবচেয়ে কম বয়সে ৩০০০ রানের নজির। সেই নজির ভেঙে গেল শুভমনের সৌজন্যে।

শুধু তা-ই নয়, সবচেয়ে কম ইনিংসে ৩০০০ রান করার বিচারেও তিন নম্বরে উঠে এসেছেন শুভমন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। আইপিএলে সবচেয়ে কম ইনিংসে ৩০০০ রান করার ব্যাপারে সবার আগে রয়েছেন ক্রিস গেল। আইপিএলের একাধিক দলে খেলা ওয়েস্ট ইন্ডিজ্‌রে ব্যাটার মাত্র ৭৫টি ইনিংসে এই নজির গড়েন। এর পরে রয়েছেন কেএল রাহুল (৮০)। জস বাটলার, ফাফ ডুপ্লেসির সঙ্গে যুগ্ম ভাবে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন শুভমন। প্রত্যেকেই নিয়েছেন ৯৪টি ইনিংস।

সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ৪০০০-এর বেশি রান হয়ে গেল শুভমনের। আইপিএলে ৩০০০ রানের মধ্যে তিনি ১৫০০ রানই করেছেন গুজরাতের হয়ে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**